# আগমনী

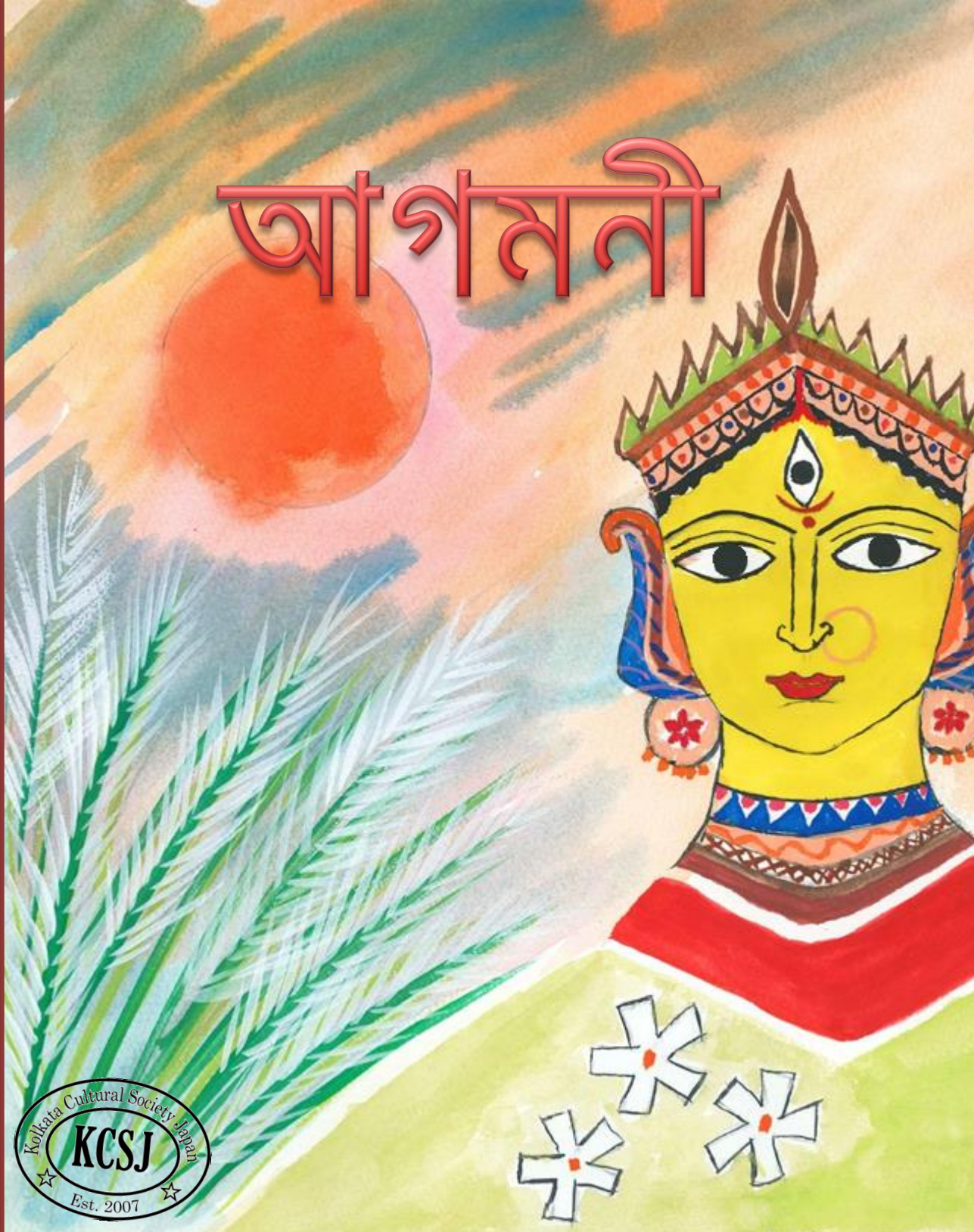

Publisher: KOLKATA CULTURAL SOCIETY JAPAN

# AGOMONI

Feel Happy
Feel Proud
আগমনী
প্রথম বর্ষ
শুরু হল পথ চলা
2013
Website: http://kcs-japan.com
E-Mail: info@kcs-japan.com

AMBASSADOR OF INDIA
भारत का राजदूत

सत्यमेव जयते

**MESSAGE**

On the auspicious occasion of Durga Puja, I convey my warm felicitations to all the members of the Indian community.

"Maa Shakthi" Durga symbolizes victory of good over evil and the Mother Goddess nurtures and protects whosoever seeks her blessings. Durga Puja inspires people to strive towards peace and harmony and lead a good, noble and virtuous life. Durga Puja celebrations in Tokyo organized by Kolkata Cultural Society Japan, bring together members of the Indian community and their Japanese friends to have better understanding of Indian customs and culture.

I take this opportunity to congratulate the organizers of the Durga Puja and wish all the participants good health and prosperity in the coming year!

**(Deepa Gopalan Wadhwa)**

Embassy of India, 2-2-11 Kudan Minami, Chiyoda-ku, Tokyo 102 0074
Telephone : +81-3-3265-5036 Fax : +81-3-3262-2301;Email: pstoambassador@indembip.org

सत्यमेव जयते

**Embassy of India**
Tokyo, Japan

# Durga Puja Program

13th October 2013

KCSJ

## অনুষ্ঠান সূচি

- ❖ পূজারম্ভ : ১১টা ~
- ❖ অঞ্জলি প্রদান : ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত
- ❖ প্রসাদ বিতরন : ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত
- ❖ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠা : ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত
- ❖ আরতি এবং সিঁদুর প্রদান : ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত

## Event Schedule

- ❖ Puja start: 11:00 ~
- ❖ Worship (Anjali): 12:00 ~ 13:00
- ❖ Prasad Distribution (Lunch): 13:00 ~ 15:00
- ❖ Cultural program: 15:00 ~ 19:00
- ❖ Minium & Aruti: 19:00 ~ 20:00

## イベントスケジュール

- ❖ プジャ開始 : 11:00 ~
- ❖ 礼拝 : 12:00 ~ 13:00
- ❖ プロサド（昼御飯） : 13:00 ~ 15:00
- ❖ インドの音楽,歌,踊り : 15:00 ~ 19:00
- ❖ プジャ終了イベント : 19:00 ~ 20:00

# সম্পাদকীয়

কলকাতা কালচারাল সোসাইটির প্রয়াসে বাঙ্গালির সর্বকালের সেরা উৎসব শারদীয়া দুর্গা পূজা শুরু হয় ২০১২সালে টোকিয়োর কিতাআকাবানেতে। তারিখ ছিল ১৪ই অক্টোবর রবিবার। শুরুতে ছিল অনেক প্রতিকুলতা এবং বাধা বিঘ্ন কিন্তু প্রবল আত্মবিশ্বাস আর সুদূরের উচ্চ স্বপ্ন আমাদের দুর্গম যাত্রাপথকে করেছে সুগম। তাই আজ আমরা সকল বাধা পেছনে ফেলে এসে দারিয়েছি সাফল্যের দোরগোড়ে।

দুর্গা পুজার সাথে বাৎসরিক পত্রিকার রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। পুজতে প্রকাশিত নানা রকম পত্রিকার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। সকলেই অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে পুজসঙ্খা হাতেপাওয়ার জন্য। আজ প্রবাসী জীবনের বেস্ততায় প্রায় ভুলতে বসেছি সেই সব দিনের কথা।

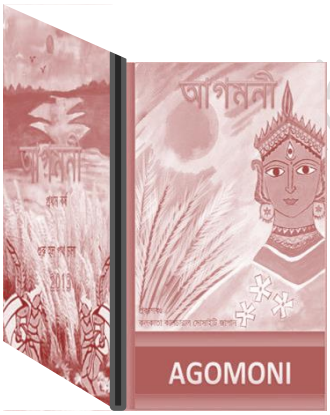


প্রবাশে থেকে দেশের সেই আনন্দ কিছুটা হলেও উপলব্ধি করার প্রয়াস এবং সেটা বাস্তবায়িত করার তাগিদে আমাদের সদসস্যবৃন্দের পরিশ্রমই জন্ম দিয়েছে আমাদের প্রথম পত্রিকা আগমনীর।

আমরা কেউ কবি বা সাহিত্যিক নই। তাই আমাদের আগমনীর মান হয়ত ততটা উন্নত নয় কিন্তু আমাদের চেষ্টা আর আপনাদের আশীর্বাদে এই অঙ্কুর পরিনত হবে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ এক বৃক্ষে। ভবিষ্যতে চলার পথে আপনাদের ভালবাসা, শুভকামনা এবং সহজগিতাই আমাদের পাথেয়।

ধন্যবাদান্তে,

কলকাতা কালচারাল সোসাইটি জাপান

---

# সূচীপত্র (Contents)

| | Article | Writer | Page |
|---|---|---|---|
| 1 | About KCSJ | KCSJ members | 3 |
| 2 | Message feom Vedanta Society Japan | Swami Medhasananda | 4 |
| 3 | Message from ISKCON Japan | Jyoti Alkesh | 5 |
| 4 | Message from president | Swapan Kumar Biswas | 5 |
| 5 | Durga Puja means to me | Sailaja Saha Sunkri | 6 |
| 6 | About Indian and Japanese Gods | Anjali K. Dam | 9 |
| 7 | Durga Puja a sense of happyness | Dr. Satyen Saha | 11 |
| 8 | Puja Greetings | Tajesh Krishna Das | 13 |
| 9 | Sonaton Dhormo & Shokti Puja | Dr. Radha Vinod Dey | 14 |
| 10 | Desire of human beings | Tanmoy Majumder | 15 |
| 11 | Start with yourself | Nandi Khakon Kumar | 16 |
| 12 | Sarod barta | Avijit Biswas | 17 |
| 13 | Pujar Anondo | Poli Bonik | 18 |
| 14 | Durga Puja 2013 | Palash Sarkar | 19 |
| 15 | Vikkha dao prio more | Sanchita Biswas | 20 |
| 16 | Puja ashuk sobhai hashuk | Rahul Saha | 21 |
| 17 | Mobile Phone | Pallab Sarkar | 22 |
| 18 | Protikkha | Bhaskar Dey | 22 |
| 19 | Biswa Mata | Sanchita Biswas | 23 |
| 20 | Mukto pran | Sanchita Biswas | 24 |
| 21 | Memory of Netaji & my father | Motoyuki Negishi | 25 |
| 22 | Culture of Japan | Swapan Kumar Biswas | 29 |
| 23 | My encounter with Bengal | Megumi Hiromitsu | 31 |
| 24 | Mother | Munmun Biswas | 34 |
| 25 | Kaziranga | Manami Das | 35 |
| 26 | Darjiling & Gangtok tour | Subrata Mondal | 37 |
| 27 | Renkoji and Netaji | Dipankar Biswas | 39 |
| 28 | Proud to be Bengali | Litan Majumder | 40 |
| 29 | Bharat Borsho | Haripodo Biswas | 42 |
| 30 | Art | Mousumi Biswas | 43 |
| 31 | Drawing | Haruka Hiromitsu | 43 |
| 32 | Our well wishers | Editors | 44 |
| 33 | Durga puja 2012 (Photo) | Editors | 45 |
| 34 | Bengal Samurai | Editors | 46 |
| 35 | Events Phopto | Editors | 47 |
| 36 | New married couple & New born babies | Editors | 48 |
| 37 | KCSJ Puja greetings | Editors | 49 |
| 38 | Our supporters | Editors | 50 - 63 |

## About our organization (KCSJ)

**Kolkata Cultural Society Japan**

Our organization was established in 2007 and started its journey with Holy Saraswati Puja. It is a Non-profit Organization of about 50 active members now who are well established and voluntarily contributing for the organization. Our aim is to introduce and share Indian culture in Japanese society We usually organize Indian cultural programs, Independence Day Celebration, Holy Durga Puja, Holy Saraswati Puja and other events in Japan. We started the biggest festival of WestBengal (India) Holy Durga Puja from 2012 and brought a 225x190cm Durga idol along with Dhak and all other essential equipment from Kolkata. Our Durga idol is the biggest one in Japan so far. The 1st year of the puja celebration successfully completed with full of joy and happiness. The prasadam (food) was delicious (Fried rice, Veg curry, Dal makhni, Samosa, Jilebi, etc.), Cultural program was pleasurable with various type of songs and dances (Group song, Tagore song, Nazrul geeti, Bhajan, Hindi Bollywood movie song, Katthak, Odisi, Tabla, Sitar, etc.). This is the 2nd year of our(KCSJ) Holy Durga Puja celebration. We are sure it will be much more interesting this year as we able to added some nore events in our cultural program. Also this year we able to publish the 1st edition of our magazine AGOMONI.

## Acknowledegements

This is the first edition of our Durga Puja Souvenir “Agomoni”. We want to introduce of Indian and Japanese cultures, traditions, languages through in this Puja Souvenir.

We would like to send our deepest thank to all of them who has supported us by giving their beautiful Articles, Poems, Art. Thanks to Cover Designer and Bengali typist for their cordial support.

We are very grateful to all of our valuable Sponsors and Advertisers and our well- wishers, who has been supported us for this new publication. We wish your continuous support.

Thanks to all of our valuable members for their hard work which led to successful release of our magazine “AGOMONI”.

## AGOMONI

Agomoni is a Bengali word. Its meaning is the arrival of Mother Durga. The deep meaning is the arrival of happiness, prosperity and delight in everybody’s life. In India mainly in WestBengal, a bunch of magazines get published just before or on the Durga Puja every year. As we are in abroad, we miss them a lot. So some of our members decided to publish the 1st edition of our magazine AGOMONI to make the Durga Puja more native. None of us are professional writer but out united effort and contribution of supporters have made our dream true. This is the first step of Agomoni and long way to go. We need all of your support and contribution to to make Agomoni much more strong in future.

We request all of you to participate and make our organization a stronger and more vibrant one.

May this Durga Puja brings happiness to you and fill your life with joy and prosperity. Warm wishes on Holy Durga Puja.

**Agomoni Team**

## শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়

শ্রী শ্রী দুর্গাদেবীর আরাধনা, যা বাঙালির আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রধান অঙ্গ এবং বাঙালি আইডেন্টিটির অন্যতম অনুষঙ্গ, তা এখন কেবল বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে এবং ইদানীং কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মা দুর্গা এখন কেবল "লোকাল" নন, গ্লোবাল। এই উপলক্ষে বাঙালি, তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে দিকে দিকে। এরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে টোকিয়োর বাঙ্গালীদের, তা তাঁরা ভারতেই হোন বা বাংলাদেশের হোন, আয়োজিত কয়েকটি দুর্গোৎসবে।

এই পূজা প্রধানতঃ বাঙ্গালিদের দ্বারা আয়োজিত হলেও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও সাগ্রহে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ এবং জাপানের মধ্যে অতীতকাল থেকেই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে যোগাযোগ থাকায় এবং জাপানী ও ভারতীয় মানসিকতায় বেশ কিছু মিল থাকায় জাপানীদের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ও সানন্দে দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়।

আজকাল বিভিন্ন দেশের People to People Relationship এর কথা আমরা প্রায়ঃশই শুনতে পাই। ভারতীয়-জাপানী সম্পর্ক গঠন ও তাকে নিবিড় করে তোলার ব্যাপারে দুর্গাপূজার মত অনুষ্ঠানের অবদান উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যে পবিত্র, শান্ত ও আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব পড়ে অংশগ্রহণকারীদের মনের উপর। সেই প্রভাব আজকালকার ভোগসর্বস্য অশান্ত জীবনয়াপনের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য হলেও মনে নির্মল আনন্দের এবং পরমা শান্তির যে একটু ছোঁয়া দিয়ে যায় তাই বা কম কি!

জাপানের (KCSJ) "কলকাতা কালচারাল সোসাইটি জাপানের" আয়োজিত দুর্গাপূজা ২০১৩র সর্বাঙ্গীণ সাফল্য প্রারথনা করি।

স্বামী মেধসানন্দ
বেদান্ত সোসাইটি অব্ জাপান
(রামকৃষ্ণ মিশন শাখা)

## Message from ISKCON Japan

Mother Durga is goddess of Supreme Cosmic power. It is pleasure to see Durga Puja is organized in Tokyo by her devotees.My heartiest congratulation to them !!

**Jyoti Alkesh**
ISKCON Japan

## Message from the President's desk:

**What is Important for an Organization?**

The answer is very simple and that is UNITY.
We have learned that phrase "Unity is the strength" in our 5th or 6th standards class.
Unity is the state of being undivided, or oneness. This may seem simple, but when you think of it in the sense that you, as one individual, can become united with and part of something larger than yourself, it is a very powerful idea. It means that you are not alone, and that by joining with another person or a group of people, you can achieve much more than you can do by yourself. Unity is the key. Specifically when we're talking about an organization it's essential that we get everyone on the same boat and moving in the right direction with a shared vision, focus, purpose and direction. When a team comes together they are able to succeed together.

It's not easy to bring people together. Agendas, egos, politics, power struggles, negativity, energy vampires, poor leadership, mismanagement, complains, a lack of purposed, prevent an organization from uniting and working at their highest level.

I believe that, it is possible to overcome them for a unified organization. Unity happens when each person on the organization can clearly see how their personal vision being reflected on the success of organization and their effort contributes to the overall success of the organization.

As a president, I wish to request all of our valuable members of Kolkata Cultural Society Japan (KCSJ) please remained united and help us to weed out the negativity which can sabotage our vision. Team spirit and group work will give us a lot of satisfaction and encouragement to work more. Organization will allow us to live in an environment and that is disciplined, committed and sincere as there will certain be regulations and principles to be followed by everyone in it.

Finally, I want to convey my sincere thanks to all of our valuable members for their hard work which led to successful release of our magazine "AGOMONI" and making the Durga Puja 2013 a grand success.

**I wish 'Happy Durga Puja to all of you.**

**Swapan Kumar Biswas**

Dated: 2nd October 2013

Place: Tokyo

# What Durga Puja Means to Me

**Sailaja Saha Sunkari**

Durga Puja, more colloquially known as "*Dussehra*" or "*Vijaya Dasami*" in south India, especially in Andhra Pradesh, brings many nostalgic memories to me. With the coming of "Dussehra", my mind quickly wanders through the streets bustling with shopping spree families, trying to load their backs with new clothes for children, new articles for the house (from kitchen ware to furniture to vehicles ranging from small cycle to expensive car, to even owning new flat or house), depending on how fat the master's purse is and gifts for friends and relatives. It is such a fancy filled experience to wander through the main bazaar, watching the shops and streets decorated with colourful lights and people shopping to their hearts content. Dussehra period is believed to be so auspicious, that every family tries to acquire some or the other new thing during this festival season with their savings. This frantic shopping spree continues till Sankranthi (almost 4 months, from October to January) covering Diwali and Christmas in between.

Born in Vizianagaram, in Coastal Andhra, it is a nice experience to make the home ready to welcome the goddess Durga, (more popularly known as ammalaganna amma, muggurammala moolaputamma, meaning mother of the three mothers Lakshmi, Saraswati and Parvati), by thoroughly cleaning the house, decorating with the best interiors, tying mango leaves to the main door, putting haldi on the door frame and putting kumkum and rice powder bindis alternately and big rangolis in the facade. By doing this, the house itself looks like the face of a newly-wed bride, fresh and beautiful. Isn't it necessary to make the house ready, when our daughter (though called amma) is visiting with all her children? The beauty of the season is enhanced with the new brides visiting maternal home, children visiting grand parents and busy employees located far and wide coming back to their home land, strengthening their roots. Especially for children, Dussehra holds a prominent place in hearts as schools declare about 10 days holidays after quarterly examinations. The ten days are for complete fun, basking in the love and affection showered by maternal grand parents.

The celebration of dussehra here is much different from that in Bengal. Though, we see community pujas very similar to that in Bengal now-a-days in Andhra also, due to the migration of people from different places, mother Durga or Adi-Shakti is worshipped in each and every house-hold. The worshipping is done in some house-holds by lighting 'Akhanda Deepam' (the

diya which continuously lights for nine days and nights) in the puja room and singing 'Devi Stuti' in the praise of mother Durga. The recitation of "Ayigiri Nandini Nandita Modini Vishnu Vinodini Nandinute……." in groups, by women folk sitting in front of Devi makes one completely lost.

Nine different types of sweet delicacies are offered to mother on each day and once again it is time to enjoy the prasadam offered to divine mother. All the Devi temples (Durga as well as 108 sisters of the Adi shakthi, known as Nookalamma, Mutyalamma, Pyditallamma, Kotamma, Dandumaramma etc. located in different parts) are decorated with lights and prayers are offered. *Kum kum puja* is done to Devi and that kum kum is distributed among all the women praying for the long lives of their husbands. During the nine days (called sarannavaratrulu, the nine nights of the sarath ruthu) mother Durga is worshipped in different incarnations. The first day, she's worshipped as *Mahalakshmi*, the second day as *Gayatri*, the third day as *Annapurna*, the fourth day as *Lalitha Devi,* the fifth day as *Balatripurasundari*, the sixth day as *Saraswati*, the seventh day as *Rajarajeswari*, the eighth day as *Durga* and the ninth day as *Mahishasuramardini*. On the ninth day, astra-shastra puja takes place, in which all instruments (small and big) are cleaned and worshipped. Lemon decorated with sindur is tied to a thread and hanged in front of the house for warding off evil powers. All the vehicles shine after thorough washing and with newly tied lemon and mango leaves as they move on roads by getting puja done in any temple where presiding diety is the incarnation of sakthi, so that they do not meet with any accident. The Sami tree (where Arjuna of Mahabhratha hides their astra, before going into vanavasa) is also worshipped. Otherwise, hectically working people take complete rest and relax for about three days after navami totally immersed in the celebration by enjoying the delicacies made by the women folk, visiting sakthi temples to offer prayers and visiting friends and relatives. This ends the puja period of the nine days.

During these 9 days, most of the households arrange for '*bommala koluvu* ', where the toys, idols and other decorative items are placed in the house and invitations are sent for the neighbours and relatives to visit them. Visiting relatives and neighbours to watch the bommala koluvu, dressed in the fine clothing along with parents, is a nostalgic experience for every child. After a lot of effort along with parents, being appreciated by friends, uncles and aunts makes the child hosting the 'bommala koluvu' very proud and instantly he/she forgets all the pain and looks for hosting the event again.

Another important thing that makes me look for Dussehra is the food that is taken on vijaya dasami. Otherwise, vegetarian Andhrites, eat non-veg and 'garelu' on this day. This is the only

puja where we rarely find any house hold (rich and poor alike) not cooking non-veg on vijaya dasami. From the rickshaw puller to high class families, every family cooks chicken or mutton. In fact, we can see long queues in front of non-veg shops since early morning, waiting for their turn to take home the meat, so that all the family members can enjoy the meal together. Even in those communities which do not eat non-veg at all, they have substituent food with vegetables only, which is considered equivalent to non-veg. This is another aspect that children love to invite mother Durga, as they know that in the name of mother Durga, they will get mouth watering non-veg and *garelu*, that they may not find on other pujas, as non-veg is strictly prohibited during pujas in Andhra families.

As far as spirituality is concerned, “Dussehra” means, “Dasa-Hora” (celebrating in ten ways). Mind which is the center of all kinds of thoughts is compared with mahishasura and Maya, as the tiger on which Durga sits. Thus sitting on Maya (Tiger), Durga demolished Mahishasura (nothing but the mind, the origin of thoughts) by fighting for nine days, thus attaining victory on the tenth day. Hence, it is celebrated as vijayadasami. Also, this period, with the winter slowly setting in is convenient for the spiritual practices as lot of heat is generated during practice which is smoothened by the outside weather. Hence, many practitioners enhance their practices during this period and try to gain victory over the demons. So, this festival teaches us to attain victory by fighting with our inner demons by taking maya into our grip.

For people living outside home, especially abroad, nothing can replace the festive season and the nostalgia associated with it in their homeland. However, having a glance of mother also brings happiness, though we cannot live all the memories. During my stay in Tokyo (2003-2005) after being married to my Bengali husband, I had the good fortune to see mother Durga along with her children on her both sides in the Tokyo Durga Puja. Standing in front of her, gazing straighgt into her eyes to pray for the well-being and placing thanks for all that she gave me,

nothing came into my thought and perception except mother and me. After all, what can stand between a mother and her child!!

## インド神話の神々と日本の八百万の神々

ANJALI K DAM

ドゥルガは、もともとヴィンディヤー山の住民に崇拝されていた土俗の神で、魔を殺し、鮭や肉を好み、獣の生贄を求める処女神であったとされる。

その後「マハーバーラタ」によってその神格は昇華され、困難から人々を救う神として崇拝されるようになり、特に航海の神としても、認識されています。
「ディーヴィー・マーハートミヤ」には、ドゥルガ誕生の伝承が記述されており、それによれば、インドラをはじめとする古い神々が、マヒーシャという名のアスラ（魔神）が率いるアスラ軍と戦い、天界を追われることがあった・・・
その後の戦いで苦戦していたインドラは、シヴァ、ヴィシュヌ、ブラフマー、ヴァルナ、などの神々に応援を求め、それに応じた神々が一体となって怒りの光を放つと、その中から一人の女神が誕生した。神々は喜び、シヴァは、彼女に三叉戟を、クリシュナは円盤を、ヴァルナは法螺貝を、アグニは槍を、インドラは雷と鈴を、ブラフマーは水瓶を、ヒマヴァットは、乗り物としてライオンを、その他多くの神々が、それぞれの武器を彼女に与えました。
女神はそうした多くの神々の期待に見事にこたえ、全世界を覆いつくす光を放ちアスラの王マヒーシャを倒したという。
ドゥルガは、ライオンを従えた、美しい女神で描かれることが多いが、その内実は、醜悪な形相を持つチャームンダート同一視されています。

バラモン教の聖典ヴェータの中で、神々の賛歌を記した「リグ・ヴェータ」は、紀元前1，200年頃に成立した、インド最古の文献である。記述に用いられた古代サンスクリット語は、ゾロアスター教聖典「アヴェスタ」の楔型文字碑文に残る古代イラン語に、極めて近く、神々の名称や祭式の用語においても多くの類似点が見られる。又、古代オリエントにおける各地域の文献にもヴェータの神々の名が、記述されており、これらのことからインド系のアーリア人固有のものばかりではなく、インド、ヨーロッパの中で東方に移動したアーリヤ人に共通なものが多いことがわかります。
ヴェータの神々の多くは、自然界の事象を元に神格化されたもので、天・空・地に配置され、天神ディヤウス、太陽神スーリア、暁の女神ウシャスは天界に、雷神インドラ、風神ヴァーユ、暴風神ルドラ、雨神バルジャニャは空界に、火神アグニ、酒神ソーマは、地界に住む。
やがて、人々の歴史や生活を反映して、神々の性格は変化して、シヴァ、ヴィシュヌ、ブフマーを主神とするヒンドゥー教の時代を迎える。

日本の神々も、インドの神々と同様に森羅万象に属した神々が存在し、最も有名なのは、太陽神の天照大神を筆頭に、日本最古の歴史書、古事記（712年）には、大国主命などの数多くの神々の名が記述されている。
仏教伝来以後、火神の荒神様（アグニ）、学問と芸術の神、弁財天（サラスパティー）雷神帝釈天（インドラ）など、姿や呼び名こそ違えど同一の神々も信仰され現在も祭られています。

今年、

世界遺産に名を得た富士山も、日本古来の木葉咲那姫命という女神様が祭られています。

インドと日本は独自の文化と歴史の中で、言語に措いても言葉の違いは在るにも拘らず同じ文法である事等の共通点が多々見られるから不思議ですね。

目に見えない特別な強い深い結びつきが在るように私には感じられます。

2011年3月11日午後2時46分に、東日本大震災が起こりました。

当時、私はコルカタの家に息子住んでいて、夫は日本に仕事の為住んで居ました。地震の起こる数分前まで、インターネットで、夫と普段と変わらぬ会話をしてから、私が家事をしていると、夫から電話が入りました。さっき話したばかりなのにと不思議に思っていると、夫の口から地震が起きている事、電車に乗っていた夫は最寄の駅から、自宅に戻ると所だと連絡が入りました。私はTVのスイッチを入れると画面からは、ニュース速報の映像が流れ・・・

日本で大きな地震が発生したと伝えてるのみで詳しい内容は未だ分からないとアナウンスが流れていました。

暫くするとインドのテレビ局から取材の以来が私のところに入りました。

日本から震災のライブ映像が届いてきても日本語で書かれている文字や、言葉が分からないので通訳して欲しいとの事でした。

震源地や震度、東京からの距離、被害状況などを通訳し、インタビューに答えることに成りました。

自宅に取材に来たTVクルーに状況の説明をした後、インタビューには、「どうか、心静かに状況を見守ってください。震源地の福島から東京は約、300キロの距離が在ります。安心してください。私は地震直後に夫と電話で安否の確認は出来ています。ご家族や親族の方、友人、知人の方が日本におられる方、日本は、とても強い国です。日本の人々はとても強い。今は冷静に見守ってください。」と答えた事を覚えています。同じ頃、夫も日本で、インドからのTV取材を電話でひっきりなしに受けたそうです。

当時日本での震災のニュースも、日本国内と変わらないほどインドでも引っ切り無しに放映されていました。

今年9月に2020年のオリンピック承知の最終プレゼンテーションでは、東日本大震災からの復興と、お・も・て・な・し・が話題に成りましたが、1964年の東京オリンピックの時も、「日本はもはや戦後ではない」と敗戦からの復興を旗印に開催されたそうです。

KCSJのスタッフもお・も・て・な・し・の心でプジャの準備をしていました。
2013年、ドゥルガは、ドラ(輿)に乗って地上に降りてきます。ドラに乗ってくる年は、病や災いが多いとされています。異常気象や熱中症の患者が多く見られたのも、雷雨や竜巻などが頻繁に発生したのもその表れかと思われます。9日間のプジャを終え、ドゥルガは、ハティ(象)に乗って天界に上ります。象に乗ることによって、全ての災いが消え、より良い世界、良い一年が訪れるといわれています。

今年、皆様方と一緒に日本でドゥルガ　プジャを迎えられることを大変嬉しく思っております。世界が平和で、皆が豊かで幸せでありますように・・・

長い時間を掛けてプジャの準備をしてくださったkcsjのスタッフ皆様に、この場を借りて深い感謝と、神様からの多くのアシルバット(祝福)が在ります様にお祈り申し上げます。

Letter from India

# Durga puja: A sense of Happiness

*Department of Chemistry, Banaras Hindu University (Central University), Varanasi 221005.*

**Dr. Satyen Saha**

**"যা দেবী সর্বভূতেষু,মাতৃরূপেন সংস্থিতা.. যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা.. যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা.. নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ"**

During the childhood, the sound of these enthralling chants from the surrounding used to drive us crazy. Everything goes away, Durga puja comes in mind. The cold breeze in the early morning, the Kash phul, the sweet smell of shuli flower and beauty of lotus acts as messenger that Ma Durga is on her way to maternal house. Nothing but joy in an innocent mind of a boy makes him more active…unbound joy keeps him away from regular studies. Those days (1970s), parents were equally joyous during the puja time and do not insists study.

Born and brought-up in suburban (Khardah, now in Kolkata), memories of Durga puja time still hunts me. I still feel that those days were the best and probably lost forever. During (1992-96) the graduation and post-graduation from Jadavpur University, Kolkata, I developed a habit of hopping around puja pandals with a judge's eye to choose the best! Even though those expensive pujas are incomparably better than that of our locality one, my feeling remained high for the later. During the puja time, our conversation among friends remain limited to pandel, lightings, number of puja pandal visited etc. Friend who has seen more number of pujas, behaves like leader of the day! Higher education forced me to leave my city to move to Hyderabad (1997-2002). There I used to struggle to get the puja smell while only calendar shows that it is around. Lucky years were those when I could get the permission to visit home town during puja. Hyderabad used to have a few popular pujas organized mainly by Bengalis, notably the one organized by Rama Krishana Mission at Tank bund Road. Nevertheless, the puja environment was far different than that in West Bengal. It did not stimuli this Bengali boy, who expects stronger puja blow. During this time, the realization came in the mind that Durga puja is more than a religious activity, rather it is a joyous moment for all people which brings fresh air in our life, helping us to sustain our journey of life. The joyous environment around makes everybody to forget most of the problems that an individual suffers in daily life.

Even though those expensive pujas are incomparably better than that of our locality one, my feeling remained high for the later.

...it is a joyous moment for all people which brings fresh air in our life, helping us to sustain our journey of life.

Agomoni

Back in April 2002, when I left for Tokyo (to pursue post doctoral research in University of Tokyo, Hongo campus), one of the main back pull was that I would be losing chance to visit home town during puja time. When the puja comes, I could sense even though I am thousands miles away. Yahoo BB of Japan was the only support to feel the sense of Mahalaya. I still remember I used to connect to internet to listen the original Mahalaya, recited by legendary Birendra Krishna Bhadra following Indian time. But where are the sounds from the surroundings! In West Bengal, this mantra echoes everywhere. That significantly enhances the puja enjoyment. Further, in Tokyo I didn't find the *extra* happiness, no *extra* freshness that can be attributed due to puja arrival. There, I need to spend from my saved old memories to drive myself to extra happiness though I am in a far better and beautiful city, Tokyo. Nevertheless, I have never left any stone unturned to avail opportunity to enjoy Durga Puja in Tokyo. I was lucky to have fantastic energetic friend like Swapan Biswas (works in Hitachi). We together used to visit 'Tokyo Durgotsov' (Figure beside: with my wife in Tokyo Durga Puja, 2003). Though those were beautiful moments, but quite distinct from pujas back in home. The happy faces of needy people, sea of moving people, huge idol, colorful shining lights stretched along the road make you feel that its different back in India. The hunger, depression, suppression gets defeated by the universal happiness that Ma Durga enshrine on all of us, irrespective of social status and caste. In Tokyo, people are usually affluent, almost everything they have for a reasonably high comfortable daily life. That makes me feel, Ma Durga in Tokyo has much less tasks than the Ma Durga in West Bengal in full filling the demands of minimum requirement for her own child! Wish All the best to Kolkata Cultural Society Japan.

> ..in Tokyo I didn't find the extra happiness, no extra freshness that can be attributed due to puja arrival.

> That makes me feel, Ma Durga in Tokyo has much less tasks than the Ma Durga in West Bengal in full filling the demands of minimum requirement for her own child!

# Puja greetings

**Rajesh Krishna Das**
Vice President (KCSJ)

KCSJ wishes a very Happy Durga Puja 2013 to all Indians and Japanese here in Japan. Once again the Kolkata Cultural Society of Japan Puja Committee prepares to celebrate our annual festival of Durga Puja .

We have also been celebrating Saraswati Puja over the past many years and from last year onwards we have started the celebration of Durga Puja and together we promise to continue this celebration with enormous effort and selfless commitment.

It is the time pending upon the end of the year when the summer draws to a close, best giving the atmosphere of a festive mood. KCSJ has maintained this sacred tradition through constant honor, worship, adoration and most importantly devotion. This is the time to care and share, to love and be loved here again.

Durga Puja festival marks the victory of Goddess Durga over the evil buffalo demon Mahishasura. Thus, Durga Puja festival epitomizes the victory of Good over Evil.

Durga Puja is celebrated all across India with immense joy.

It is widely celebrated in the Indian states of Assam, Bihar, Jharkhand, Odisha, Tripura and West Bengal, where it is a five-day annual holiday. In West Bengal and Tripura, which has a majority of Bengali Hindus, it is the biggest festival of the year. Apart from eastern India, Durga Puja is also celebrated in Delhi, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Kashmir, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala.

Throughout history, **India–Japan relations** have traditionally been strong. For centuries, India and Japan have engaged in cultural exchanges, primarily as a result of Buddhism which spread indirectly from India to Japan, KCSJ's continuous effort to follow the same and we take this opportunity to promote our Indian culture in Japan and exchange and share our views individually with them here in Japan.

Lets once again celebrate the memories of moments we celebrated together and the moments that have been attached in our heart forever.

May her blessings removes all obstacles from the path of your life and brings in Good fortune and long lasting happiness for you.

Thanks to all KCSJ members and volunteers for their unconditional support and efforts to make this happen in Japan.

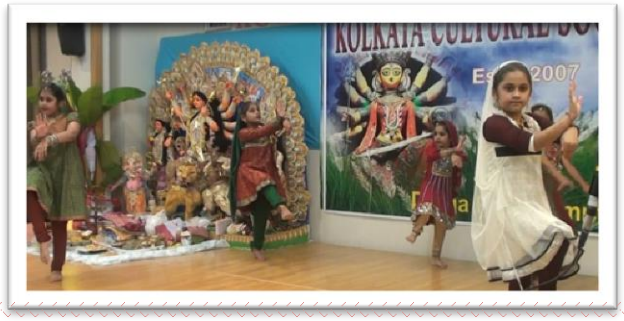

# সনাতন ধর্মঃ শক্তি পূজা

রাধাবিনোদ দে (শিক্ষক)

সনাতন ধর্মে শক্তি পূজার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। কারণ যুগে যুগে মহা শক্তিকে- মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এভাবে শক্তিময়ী, শান্তিময়ী জগতের কল্যাণ দাত্রী শ্রী শ্রী দুর্গার রূপের মাহত্মও অনেক। তাঁর লিলা অপার, তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম ও শক্তি ধরে তাঁর ভক্তের কল্যাণ সাধন করেন। তিনি মহিষাসুর নিধন করে দুর্গা হয়ে আবার তিনিই শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেছেন- চামুন্ডারূপে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে পরাজিত করে অসুরগন সিংহাসনে বসলে পরই শ্রী শ্রী দুর্গা দেবীর আর্বিভাব অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। অসুরদের হাতে দেবতারা তখন সাংঘাতিকভাবে নির্যাতিত। অসুরদের রাজা মহিষাসুরের অত্যাচারে ও অবিচারে অতিষ্ঠ দেবগণ শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়েছেন শ্রী শ্রী দুর্গাদেবীর অসীম কৃপায়।

অবশ্য, সেই মহিষাসুরের আমলেই সুর আর অসূরদের মধ্যে যুদ্ধ চলে আসছে অনাদিকাল থেকে, সকল দেশে, স্বর্গমর্ত চরাচরে। অসুররূপে মানুষের পরিচয় আমরা এই আধুনিক যুগে, বিংশ শতাব্দীতেই কি কিছু কম পাচ্ছি ? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে অস্থিরতা, যে উন্মাদনা, সর্বোপরি যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে- তার সহজ বিশ্লেষণ এই মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে যারা ঐ অসুরদের অনুসারী কিংবা তাদের চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ানক, ভয়াবহ। এদের কাছে ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুত্ব কিংবা মমত্ববোধ বলতে কোন বস্তু নেই। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় এদের সুখ, লোকের শোকে এদের উচ্ছাসে বুক ভরে উঠে। শক্তির বলে এরা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য অথচ এরা জানে না মানুষের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যার কাছে নত জানু হতে হবে। জনগন হচ্ছে সেই শক্তির উৎস। জনগণের শক্তির অসুর নির্বংশের জন্যে কাজ করে আর সে কাজের পুরোভাগে থাকেন একজন কান্ডারী। শ্রী শ্রী দুর্গা দেবীও ছিলেন সেই সময়ের একজন কান্ডারী দেবগণের শক্তির উৎস, শান্তির প্রতীক-যিনি "সর্বভুতেষু শান্তি রূপেন সংস্থিতা।"

তাই দুর্গা পূজা সার্বজনীনতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। মানুষের কল্যাণের জন্যে এ পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন শিক্ষক হিসেবে আমার অনুভূতিটুকু অন্যরকম। কারণ প্রবাসী হয়েও সম্মিলিতভাবে মায়ের পূজা উপলক্ষ্যে একত্রিত হওয়ার আনন্দটুকু প্রবাসীদের হৃদয় নিংড়ানো অপার আনন্দ। তাই এ যেন এক সমাজ জীবনে পথের প্রেরণা, মানুষে মানুষে প্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, সার্বজনীন দুর্গাপূজা উৎসবে মনে পড়ে যায়-অসূরদের নির্মম অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দুর্গাদেবীর আপোষহীন সংগ্রামের শিক্ষা, অন্যদিকে ভক্তেরা ভক্তি ভরে স্মরণ করেন, উপভোগ করেন মানব প্রেমের অপূর্ব মিলনের দৃশ্যটি অপূর্ব কারণ বিজয়া পরম প্রীতির প্রতিক উৎসব এবং পুনর্মিলনীর মধ্য দিয়েই সবার মাঝে বয়ে আনুক সুখ শান্তির অমিয় ধারা- এতো মহামিলনের দিন-স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা,পিতা- মাতা,পরিজন প্রতিবেশী আর প্রিয়জনদের সান্নিধ্য, নৈকট্য এনে দেয় শান্তি নবচেতনা ও আন্তরিকতা। কারণ এযুগ যন্ত্রণার অস্থিরতা, অবমূল্যায়ন ও অবক্ষয়ের অভিশাপ থেকে "মানুষ মানুষের জন্য"- এভাবনায় পরম মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা হোক-'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" সখ্যতা আর স্নেহের ও শান্তির বন্ধন অটুট হয়ে উঠুক। এ শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জানাই প্রবাসীদের সকলের জন্য বিজয়ার শুভেচ্ছা। সবার হৃদয়ে জেগে উঠুক আমরা অমৃতের সন্তান। বেদের বাণী সমস্বরে উচ্চারিত হোক -"তমসো মা-জ্যোর্তিগময়ো"- অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চলো। আর বিসর্জনের কথা মনে করে এই টুকুকাম্য, অসংখ্য ভাগ্যাহত দুঃখী ভক্তের অশ্রু বিসর্জনের ফলে যেন ধরায় আনন্দধারা রয়ে যায়। আর "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"-সত্য ও সুন্দরের জয় হোক, এই হোক সকলের প্রার্থনা।

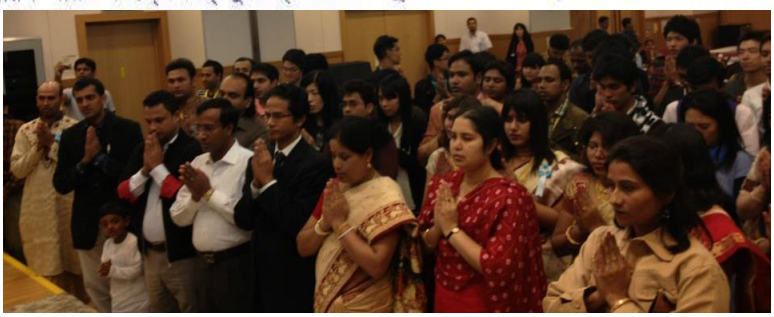

# KCSJ

তন্ময় মজুমদার
Vice President (KCSJ)

মানুষের বিবর্তনর জন্য এর আধুনিক সভ্যতায় পা রেখেছে।বিজ্ঞান , সংস্কৃতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই অত্যাধুনিক অতি দ্রুত জগতে এসে পৌঁছেছে। তাই প্রতেকের দায়িত্ব আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মে কাছে পৌঁছে দেওয়া। কর্মসূত্রে জাপান এবং ব্যস্ত জনজীবন এর মধ্য দিয়ে বাঙালীর সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টার জন্য KOLKATA CULTURAL SOCIETY OF JAPAN এর জন্ম । ২০০৬ সালের মাঝামাঝি তে কিছু শুভ বুদ্ধি ও উন্নত চিন্তাধারার
মানুষের প্রচেষ্টায় kcsj সূত্রপাত । ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী তে সরস্বতী পূজার মাধ্যমে জনজীবনে আত্মপ্রকাশ । সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রচেষ্টায় ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত সরস্বতী পূজা খুব সাফল্যের সাথে হয়েছে। ২০১২ থেকে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়েছে।সারাবছর বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে kcsj বাঙালীর সংস্কৃতি কে জাপানের সমাজে নিজস্ব জায়গা তৈরি করার আপ্রান চেষ্টা করছে।এই যাত্রাপথে KCSJ আপনাদের সমস্ত রকম সহযোগিতা কামনা করে ।

## মানুষের চাহিদা

জীব জগতের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ (বাঙ্গালীরা) সাধারনত ৭৩ বছর বাঁচে। অবশ্য স্থানভেদে এই গড় আয়ু পরিবর্তন হয়। মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। মানুষ একটা চাহিদা পূরণ করতে পারলে পরবর্তী চাহিদার দিকে অগ্রসর হয়। দার্শনিক রা অনেক গবেষণা করে মানুষের এই চাহিদাগুলোকে মোট ৫ টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

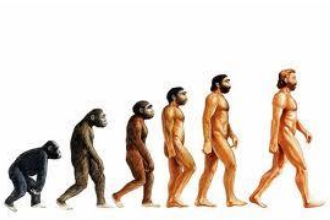

| |
|---|
| স্ব-অভীষ্ট অর্জন |
| সম্ভ্রমের |
| প্রেম/ একাত্মার |
| নিরাপত্তা |
| শারীরবৃত্তীয় চাহিদা |

শারীরবৃত্তি চাহিদা মানুষের সবার আগে প্রয়োজন। অন্ন , বস্ত্র , বাসস্থান , জল , বায়ু , মানুষ এইসব ছাড়া অন্য কিছু ছিন্তা করতে পারে না।এই উদ্দেশ্য পরিপূরণ হলে শে আর পরবর্তী চাহিদার নিরাপত্তার কথা ভাবে।

নিরাপত্তা মানে – নিজস্ব আত্মরক্ষা স্ব নিভরতা , স্থান ও সম্পদের জন্য প্রচেস্তা করে।

প্রেম / একআত্মার – মানুষ তারপর চিন্তা করে বন্ধুত্ব পাওয়ার । বিপরীত যৌন আকাঙ্খার এবং পরিবারের মধ্যে নিজের আনন্দ খুঁজে পাওয়া।

সম্ভ্রমের চাহিদা – মানুষ প্রথম তিনটি চাহিদা পূরণ সে তখন তার আত্ম সম্মানের কথা ভাবে। নিজের মধ্যে তৈরি করার চেষ্টা করে।অপরকে সম্মান করা এবং অপরের পাবার কথা ভাবে।
এই প্রসঙ্গে একটা বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় পার্বণে বিভিন্ন রকম খাদ্য খাবার খাওয়ার প্রথা , যেমন পুববঙ্গের মানুষের মধ্যে দুর্গাপূজার দিন খাসির মাংস খাবার প্রথা আছে। ঐ দিনে বাজার কয়েকগুন বেশী থাকে।তারপরেও বেশী পয়সার বিনিময়েওসবাই চেষ্টা করে ঐ নির্দিষ্ট দিনে কোন বৈজ্ঞানিক কারন বেশী দাম দিয়ে কিনে নিজেকে ভালো আনুভব করা । জাপানে এই প্রথা আছে- আগস্ট মাসের প্রথম শুক্রবার মাছ খাওয়া।দাম কয়েকগুন বেশী থাকার পরেও।

স্ব অভীষ্ট অর্জন – এতা মানুষের সর্বশেষ চাহিদা। জীবনের আধ্যাত্তিক পর্যায় ।এই পর্যায়ে মানুষ সাধারনত কথা ভাবে না। নিজের অন্যর মাধ্যমে দেখতে চায়। জ্ঞানমুলক কাজ , পৃথিবীর কাছে নতুন দিগন্ত তৈরি করে যাওয়া । সাধারনত মুনিঋষিরা, বৈজ্ঞানিকরা ও স্বার্থত্যাগীরা এই পর্যায়ে যেতে পারে।

---

## "শুরু করতে হবে নিজেকে দিয়ে"

**নন্দী খোকন কুমার**

গত দুটি বছর থেকে ভাবছি কিভাবে টোকিও এর মত একটি শহরে মন্দির নির্মান করা যায়! মন্দির নির্মানের জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন তার থেকেও প্রয়োজন রক্ষনা বেক্ষণ ! তাই আমি নিজেই

সিধান্ত নিয়েছি মন্দির প্রতিষ্ঠা করব এবং শুরুও করেছি নিজেকে দিয়ে ! শুরু যখন করেছি শেষ করতে হবে আমাকেই ! মন্দির শুরু করার উদ্দীপনা ও সাহস দিচ্ছেন "KCSJ " এবং এই সংঘটন এ ২০-২৫ জন সুশিক্ষিত আছেন যারা মনপ্রাণে চায় একটি মন্দির ! মন্দির কমিটির নাম দিয়েছি "Bengali Mondir Unity" .... মন্দির নির্মানের জন্য আমাদের সকল হিন্দু ভাইবোনদের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত আব্যশক! একটি ছোট মন্দির আমাদের খুবই দরকার ! আসুন আমরা এই শারদীয় দূর্গা পূজা সকলে একত্র হয়ে এক মনে মার কাছে প্রাথনা করি যাতে খুব শিগ্রই একটি মন্দির নির্মান করে মাকে পুজো করতে পারি !

**** "মুক্ত বিশ্বাস বদলে দেয় জীবন"

# শারদ বার্তা

অভিজিৎ বিশ্বাস
Ast. Cultural Secretary (KCSJ)

এসেছে শরৎ হিমের পরশ
লেগেছে হাওয়ার গায়ে
সকাল বেলা ঘাসের আগায়
শিশির রেখা ধরে .....

শিউলি ফোটা ভোর, মাঠ ভরা কাশফুল, আর পেজা তুলোর মত সাদা মেঘ বার্তা এনেছে শরতের। যদিও প্রবাসী জীবনে এর কোনোটারই বাস্তবে দেখা মেলা ভার। কিন্তু কেন জানি না এক অজানা খুশী যেন উকি মারছে মনের মণিকোঠা থেকে। উপলব্ধি করতে পারছি মায়ের আগমনী বার্তা। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকদিন। তারপরই সুরুহবে বাঙালির সর্বকালের সেরা উৎসব, শারদ উৎসব বা শারদীয়া। তারই প্রাক মুহূর্তে সর্বত্র পূজা গন্ধে দেবী মা দুর্গার আগমনকে স্বাগত জানাতে সেজে উঠছে বাংলার অলিগলি। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গা পূজা। ছোট বেলায় আমার কাছে পূজা মানে ছিল নতুন বস্ত্র পরা , বন্ধুদের নিয়ে ঠাকুর দেখা, আড্ডা দেওয়া , গুরুজনদের প্রনাম করা, নতুন নতুন পূজামণ্ডপ,আর আলোর দর্শন করা। আনন্দ আর উল্লাসে এই চারটি দিন বাঙালির মন মেতে থাকে।

বর্তমানে আমরা কর্মসূত্রে জাপানে । এটি একটি যান্ত্রিক শহর। এত ব্যস্ততার মধ্যে থেকে আমাদে বাঙালীর ঐতিহ্য কে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গাপূজাকে জাপানের মাটিতে অনুষ্ঠিত করতে পেরে। আমরা কয়েকজন প্রবাসী বাঙালি মিলে গঠন করেছি KCSJ (কলকাতা কালচারাল সোসাইটি জাপান) নামক সংস্থা। যার মূলমন্ত্র হল জাপানের মাটিতে বাঙালীর সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। তাই আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করি KCSJ এর একজন সদস্য হতে পেরে। আর সকল সদস্যকে আমার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং ভালবাসা। আমাদেরই এই সংস্থা খুব বেশী দিনের নয়, তাই একে আরও বড় করে তুলতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

# পূজার আনন্দ

পলি বনিক

পূজা শব্দটা শুনলেই অন্যরকম এক আনন্দের অনুভূতি জাগে মনে। যদিও এই আনন্দ একেকটা বয়সে একেক রকম বা সময়ের সাথে সাথে আনন্দের ধরনও অন্যরকম হয় । তবুও আনন্দ তো আনন্দই। যখন ছোট ছিলাম তখন পূজা আসলে মার্কেট যাব,নতুন জামা কিনব,নতুন সব কসমেটিকস কিনব,নতুন জুতো কিনব। আর যেটা সবচেয়ে বেশী মনে পরে সে টা হচ্ছে অবশ্যই আমি পতিবার পূজাতে আলতা কিনতাম। আমার জামাটা ভাই বোন সবার চেয়ে বেশী দামি হতে হবে বা সবাই আমার জামাটাকে খুব সুন্দর বলবে।যদিও মার্কেটের সুন্দর জামাটা কিনে ফেরার পর যেটা আর ভাল লা গতো না। আমি সেই সুন্দর জামাটা পরে রাতে সবার সাথে প্রতিমা দেখতে বের হব এটাই ছিল আমার পুজার আনন্দ। যখন বড় হোলাম তখন পূজার আনন্দটাই অনেক বদলে গেল। তখন আর জামাকাপড় বা কসমেটিকসের মধ্যে আনন্দটা সীমাবধ্য নেই । আমাদের পাড়ার যে পূজাটা হয় সেটা আমাদের বাড়ির ঠিক অপর পা শে । পূজা আসলে প্রতিমা আনা থেকে শুরু করে প্রতিমা বিসর্জন দিতে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব কিছু আমি ছাদে দাড়িয়ে দেখব । এই দেখার মধ্যে আমি খুব আনন্দ খুজে পেতাম। ষস্থি থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত মাইক বাজানো হতো ।আর মাইকে সব ধরনের গানের পাশাপাশি ঝাকানাকা টাইপের কিছু হিন্দি গানও চলত। অনেকে বিরক্ত হলেও মাইকের কারনেই পূজার আমেজটা সারাক্ষণ থাকত।আমি সারাদিন একটু পর পর ছাদে গিয়ে দেখতাম কি হছছে।আর সন্ধ্যা হলে , সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা অব্দি ছাদে বসে থাকতাম।কেনোনা এই সময়টাতে অন্ধকারের জন্য আমাকে কেউ দেখত না কিছু নীচে লাইটিং এর কারনে আমি সবাইকে দেখতে পেতাম।সবাই সুন্দর করে সেজেগুজে দলে দলে প্রতিমা দেখতে আসছে বা হিন্দি গানের তালে পাড়ার ছেলেগুলো নাচছে ,এগুলি দেখতে আমার খুব ভাল লাগত।যদি বাড়িতে কোন আত্মীয় আসত ফাঁকে ফাঁকে তাদের সাথে দেখা করার জন্য নীচে আস্তাম।আমি বর হওয়ার পর বখাটেদের জন্য রাতে কখনো প্রতিমা দেখতে বের হইনি।তবে এর জন্য কোন খারাপলাগা বা আক্ষেপ ছিল আমার।বরং পূজা আসলেই অন্যরকম ভালোলাগা,ছাদে যাব,পূজা দেখব, মানুষজন দেখব, নাছ দেখব।সবকিছুতে এতটাই আনন্দ ছিল জ আমি লিখে প্রকাশ করতে পারব না। ঐ দিনগুলি আমার জীবনের পূজার সবছেয়ে আ নন্দের সময় বা আনন্দের স্মৃতি । আখন সময় আনেক পাল্টে গেছে । তার সাথে পাল্লা দিয়ে বদলে গেছে দিন। এখন আমার প্রবাস জীবন। প্রবাসে পূজা অন্যরকম । হয়ত আর পাঁচ ছয় জন প্রবাসীর মতই আমার পূজার আনন্দ।এখানে পূজা আসলে কোন একটা দিন নির্দিষ্ট করা হয় পূজার জন্য। আর সেই দিনটাতে সেজেগুজে পূজাতে যাব। পরিচিত অপরিচিত আনেক লোকের সাথে দেখা হবে,কথাবার্তা হবে।ভাল কিছুতা সময় কাটবে সবার সাথে । তারপর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরব । দেশে ফোন করে কে কি করছে পূজাতে জিজ্ঞেস করব। এভাবে দিনটাও চলে যাবে তারসাথে পূজাটাও ।

তবে আমার মনটা এখনও আগের জায়গাতেই পড়ে আছে।আমি এখনো পূজা আসলে সেই পাড়াটাকে , সেই বাড়িটাকে , সেই ছাদটাকে খুজে বেরাই। এখনও নিশ্চয়ই সেই জায়গায় পূজাটা হয় , সারাদিন মাইক বাজে , সবাই সুন্দর করে সেজে দলে দলে প্রতিমা দেখতে আসে , হিন্দি গানের তালে পাড়ার ছেলেগুলো নাচে , হয়তোবা সবকিছু আগের মতই আছে , শুধু আমি আর নেই সেই ছাদে।

# ||দুর্গা পূজা ২০১৩||

পলাশ সরকার
Ast. Cultural Secretary (KCSJ)

জগৎ মাতা মা দুর্গা পূজাতে আমি আপনাদেরকে জানাই আমার আন্তরিক **প্রীতি** ও শুবেচ্ছা। এই উৎসব কেন

বাঙালিদের মধ্যে এতো **প্রসিদ্ধ ?** এই রহস্যটি জানতে গিয়ে যে তথ্যগুলি আমি জানতে পেরেছি তারই **সম্পর্কে** এখানে আলোচনা করছি।

**দুর্গাপূজা** বা **দুর্গোৎসব** হিন্দু দেবী দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের **এটি একটি** বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা **শারদীয়া দুর্গাপূজা** এবং চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে **বাসন্তী দুর্গাপূজা** নামে পরিচিত। যদিও বাংলায় শারদীয়া দুর্গাপূজাটি অধিক জনপ্রিয়। তবে বর্তমান অনেক পরিবারে বাসন্তী দুর্গোৎসব পালনের প্রথাও দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে হিন্দুদের এই উৎসব বসন্তে পালিত হত। হেমন্তের এই উৎসব মহাকাব্য **রামায়ন** অনুসারে শুরু হয়েছে সেই সময় থেকে যখন রাম তাঁর স্ত্রী সিতাকে অপহরণকারী রাবণের কাছ থেকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধে যাওয়ার আগে দুর্গা দেবীকে অভিবাদন জানান। যেহেতু সময়ের বাইরে দেবীর পুজা করা হয়েছিল, **তাই** রামের করা এই দুর্গা পুজাকে **'অকালবোধন'** বলা হয়। রামের উদাহরণ অনুসারে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে দুর্গা পূজা এখন উদযাপিত হয় সাধারণত আশ্বিন শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে দশম দিন অর্থাৎ দশমী অবধি পাঁচ দিন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

**মহিষাসুর** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত এক অসুর বা অপদেবতার নাম। রম্ভ নামক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে তার নিকট ত্রিলোকবিজয়ী পুত্রবর প্রার্থনা করায় মহাদেব তাকে সেই বর প্রদান করেন। এই বরের প্রভাবে জন্মগ্রহণ হয় মহিষাসুরের। কথিত আছে যে শক্তিশালী মহিষাসুর একবার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ইশ্বরদের সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং সন্তুষ্ট ইশ্বরেরা যখন তাকে বর দিতে চাইলেন তখন তিনি অমরত্ব চাইলেন। তাকে তা দেয়া না হলে তিনি চালাকি করে বর চাইলেন যে কেবলমাত্র একজন নারী যুদ্ধে তাকে হত্যা করলে তার মৃত্যু হবে। তিনি মনে করেছিলেন যে একজন নারী তার শারীরিক শক্তির সাথে কখনো মোকাবিলা করতে পারবে না, আর তাই তিনি আসলে অমর হয়ে রইবেন। মহিষাসুর এই ভাবে অধিক দুর্দান্ত হয়ে উঠে এবং দেবগণকে দূরীভূত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে।

বিতাড়িত দেবগণ প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাঁকে মুখপাত্র করে শিব ও নারায়ণের সমীপে উপস্থিত হলেন। মহিষাসুরের অত্যাচার কাহিনি শ্রবণ করে তাঁরা উভয়েই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। সেই ক্রোধে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করল। প্রথমে বিষ্ণু ও পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হতে এক মহাতেজ নির্গত হল। সেই সঙ্গে ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাদের দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে সেই মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হল। সু-উচ্চ হিমালয়েস্থিত ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে সেই বিরাট তেজঃপুঞ্জ একত্রিত হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করল।যিনি একজন দেবী এবং তার বিভিন্ন রূপ। তারই একটি রূপ দুর্গা। ইশ্বরদের দেয়া অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, দুর্গা যুদ্ধে গেলেন সিংহে চড়ে। তখন এক দীর্ঘ আর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় যার শেষে মহিষাসুর মারা যায়। দেবী দুর্গাকে তাই 'মহিষাসুর মর্দিনী' বলা হয়। তিনি মা দেবী, সর্ব শক্তিমান যিনি সকল অশুভকে ধ্বংস করেন।

দুর্গা পূজার পেছনের মূল গল্প একই থাকলেও, দুর্গা পূজাতে বাঙ্গালীদের একটু স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত ছোঁয়া আছে। বিশ্বাস করা হয় যে দূর্গা বাংলার মেয়ে আর উৎসবের এই ৫ দিনে সে তার বাপের বাড়িতে ৪ সন্তান গনেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিক সহ বেড়াতে আসেন। তার স্বামী শিব এমন সময়ে তাঁর সাথে আসেন না। তিনি স্বর্গে থেকে যান, আর তার স্ত্রী ও সন্তানদের পৃথিবীতে এসে বাঙ্গালী আত্মীয়দের কাছ থেকে সব আদর গ্রহণ করতে দেন।

# ভিক্ষা দাও প্রিয় মোরে

সঞ্চিতা বিশ্বাস

আঁধার বক্ষভেদী ঊষাসম হয়ে
কখনো মধ্যাহ্ন প্রহরে বা মৌন বিকেলে
কখনো পূজার ফুলে আপন গন্ধ বিলিয়ে
কেন করিস আনমনার ? এই অভাগীরে লোভাতুর।

কেন আসিস শুধু ফিরে
দুর দূরান্তে স্মৃতি ডালি লয়ে
গোপনে বেদনে চির শূন্য ভীতি সয়ে
কারে মাগিস মৌনতার ভিড়ে
কার তরে এত বেদন
দিবানিশি বিভাবোরে।
গগনে পরনে বক্ষ সাগরের লহরে লহরে
কারে খুঁজে ফিরিস
অন্তরের অন্দরে।

কেন এমনি করে বাধিস মোরে
তোর দেহহীন বাহুপাশি ডোর।
কেন এমনি করে সাধিস মোরে
তোর মুক্তধারা কারাগারে।
তোর কি ভাঁটা নেই , নেই কি কোন কূল?
কেউ কি তোরে ভালবাসেনি ওরে প্রেমের লোভ।

তোর অতল শীতল নয়ন জলে
আমি যে মরি প্রাত পলে পলে
কঠিন শাসন ও না রুধিতে পারে মোরে
আমি যেন খড়খুটো সম ভেসে চলি
তোর রিদিপ্রেমের তীক্ষ্ম জোয়ারে

ওরে রাক্ষসে চির সর্বনেশে
ওরে অমূল্য প্রেমিক চির দীন বেশে
কেন আসিস শুধু ফিরে।

এত ঘর ঘুরে ফিরে পেলি না কি কিছুই
পেলি নাকি ভিক্ষার ভাঁড়ে
তুই কেন আসিস শুধু ফিরে।

এত তোরে সরাই , এত তোরে ফেরাই
তবু কেন ফিরে আসিস
কেন আদুরে স্বভাবে এই নিঠুর প্রিয়া
এত বে হিসেবি ভালবাসিস

কথা দিলেম প্রিয়!
যাবে ছিন্ন হবে কঠিন মায়াপাশ
পূর্ণ হবে ক্ষুধার ভয়াল গ্রাস
জীবন মাগিবে মরণ অভিলাস
তোমার গৃহে হবে মিলনের রাস
অথৈ সাগরে জাগিবে স্বর্ণদ্বীপ
আলোক পশিবে মিটিবে আঁধার ভীত
আসিব সেদিব তোমার ভগ্নদ্বারে
ভিখারিনী বেশে চির রিক্ততার সম্ভারে
মাগিব ভিক্ষা তোমারি মতন কোরে
প্রানের যত আকুল বেদন ভরে
আঁচল পাতিয়া মাগিব ভিক্ষা দেও
তোমা ভিক্ষা ভাঁড়ে যত ব্যথা আছে
সবি আজি মোরে ঢেলে দেও
ভিক্ষা দেও প্রিয় , ভিক্ষা দাও
তোমা ভগ্ন হৃদয়ে যত প্রেম আছে
সবি আজি মোরে ঢেলে দাও
ভিক্ষা দাও প্রিয় , ভিক্ষা দাও।

Agomoni

# পূজা আসুক সবাই হাসুক

রাহুল সাহা

পূজা মানেই নতুন কাপড় জামা
হরেক রকম মন মাতানো আহার
পূজা মানেই দেয় বুকে সুখহামা
রং ঝলমল দারুন সাজে বাহার
পূজা মানেই লম্বা টানা ছুটি
বইখাতা পেন সটান শিকেয় তোলা
পূজা মানেই আলোয় লুটোপুটি
পূজার মজা যায় কখনো ভোলা?
পূজা মানেই শিউলি সুভাস ভাসে
নদীর জলে শাপলা শালুক হাসে
পূজা মানেই বাতাস নাচে কাশে
রোদ চুমো দেয় শিশির ভেজা ঘাসে!
পূজা মানেই সুখের সাগর বুকে
দল বেধে রাত জেগে ঠাকুর দেখা
পূজা মানেই শুকনো খালি মুখে
কোথাও যেন কেউ থাকেনা একা
পূজা মানেই প্রীতির প্রহর গেলে
সবুজ অবুঝ ছোট খোকা খুকি
পূজা মানেই সবার মনের কোণে
সুখের সূর্য খুশিতে দিক উকি
পূজা মানেই ক্লান্ত কালো আঁধার
সরিয়ে আসুক আশার আলোর ঝালর
পূজা মানেই পাহাড় বিঘ্ন বাধার
নড়িয়ে আসুক সুদিন সবার ভালোর

দুর্গা আসে দুর্গা হাসে উথলে উঠে শহর
দুর্গা হাসে পূর্বাভাসে লাফায় খুশির লহর
দুর্গা আসে দূর্বা ঘাসে দেয় হামা রোদ রবি
দুর্গা হাসে পূর্বাকাশে পূজার ছুটির ছবি!
দুর্গা হাসে কাশের রাশে দিগবাজি খায় হাওয়া
দুর্গা হাসে ধীর বাতাসে যাচ্ছে আভাস পাওয়া
দুর্গা আসে কী উল্লাসে নাচছে শিশুর দল
দুর্গা হাসে চতুপার্শে সুখের কোলাহল
দুর্গা আসে নীল আকাশে দলিয়ে রুপোর ঝালর
দুর্গা হাসে কী উচ্চাসে দিন কেটে যায় কালোর
দুর্গা আসে আশিন হাসে জাগিয়ে আশার আলোর
দুর্গা হাসে খবর ভাসে ভালোর , সবার ভালোর

বর্ষা শেষে ফর্সা আকাশ ভরসা জাগায় মনে
অবুঝ হৃদয় যায় হারিয়ে শিউলি টগর বনে
নদীর পাশে কাশের রাশে দিগবাজি খায় হাওয়া
খুশির তালে শাপলা শালুক দোলায় মনের দাওয়া
সবুজ ঘাসে শিশির হাসে মাতে শহর দুর্গা!
নীল আকাশে সপ্ন ভাসে দুর্গা আসে দুর্গা
দুখ ভোল ভোল মুখ তো তোল বুক দোল দোল ছন্দ
সুখ খোল খোল জুই মালতী কদম কেয়ার গন্ধ
দিন দিম দিম রাত ঝিম ঝিম সুর হিম হিম ফুর্তি
লোক গম গম ভিড় রম রম রং ঝম ঝম মূর্তি
রোদ ঝুর ঝুর মন ভুর ভুর প্রাণ ফুর ফুর সুর গা
ঢাক গুড় গুড় তাক বুর বুর দুর্গা আসে দুর্গা

টাপুর টাপুর টাপুর টাপুর টুপ টুপ টুপ টুপর
রোদের সোনা যায়না গোনা সুখের কলস উপুড়
খুশির গাড়ী দিয়েছে পাড়ি সকাল বিকাল দুপুর
মা আসছেন মা আসছেন বাজছে পায়ের নুপুর
টাপুর টাপুর টাপুর টাপুর টুপ টুপ টুপ টুপ
শিউলি কাশে সবুজ ঘাসে শরৎ হাসে চুপ
নীল আকাশে সপ্ন ভাসে ফুটছে পূজার রুপ
মা আসছেন মা আসছেন জ্বালাও দ্বিপ ধূপ
টাপুর টাপুর টাপুর টাপুর টুপ টুপ টুপ টুপ
জল টলমল মন নদীতে ফুটছে খুশির ছিপ
সুখ সাগরে ঝড় উঠেছে বুক করে টিপ টিপ
মা আসছেন মা আসছেন হুররে হিপ হিপ হিপ

খিল খিল খিল মনের মাঝে ইচ্ছে নদী হাসছে
নীল নীল নীল আকাশ জুড়ে মেঘের মিছিল ভাসছে
ফুর ফুর ফুর মিষ্টি বাতাস সবাই ভালো বাসছে
কুড় কুড় কুড় তাক কুড়াকুড় দুর্গা মা আসছে!
ফুট ফুট ফুট দিঘির জল পদ্ম শালুক ফুটেছ
ছুট ছুট ছুট মৌমাছিরা মধুর লোভেই ছুটছে

Agomoni

ঝুর ঝুর ঝুর শিউলি ঝরেই মাতির বুকে হাসছে
কুড় কুড় কুড় তাক কুড়াকুড় উরগা মা আসছে!
দোল দোল দোল কাশের চামর হাল্কা হাওয়ায় দুলছে
ভোল ভোল ভোল সুখের ছোঁয়ায় দুঃখ সবাই ভুলছে
ভুর ভুর ভুর স্নিগ্ধ সুবাস সবার মনে ভাসছে
কুড় কুড় কুড় তাক কুড়াকুড় দুর্গা মা আসছে!
চল চল রুপো রোদের ঝরনা যেন চলছে
চল চল চল ভাই বেধে দোল বাইরে সবাই চলছে
দুর দুর দুর দুরের পাহাড় সাগর বুকেই হাসছে
কুড় কুড় কুড় তাক কুড়াকুড় দুর্গা মা আসছে
কুল কুল কুল খুশির নদি পূজার সানাই বাজছে
ফুল ফুল ফুল মালতী টগর কেয়া সাজছে
হুর হুর হুর সুখের সাগর সবার বুকেই ভাসছে
কুড় কুড় কুড় তাক কুড়াকুড় দুর্গা মা আসছে!

## প্রতীক্ষা

ভাস্কর দে

আমি আছি
আমি থাকব।
কথা যখন দিয়েছি
কথা ঠিকই রাখব।
এবার,
তুমি বলেছ আসবে।
মনে
কিছু নাহি ভাববে।
যত ভাববে
তত বাড়বে হৃদয়ের ভার।
কথা যখন দিয়েছ
কথা রেখ তোমার।

## মোবাইল ফোন

পল্লব সরকার

একাই আমি একশো তোমার সুখ দুঃখের সাথী,
রইব আমি তমার সাথে সদ্য দিবা রাতি।
মানব জাতির করতে সেবা হয়েছে জন্ম মোর,
তাইতো সেবায় লেগে আছি দিন রাত্রি ভোর।
প্রভু তুমি আমার ওগো ভৃত্য আমি তব,
তোমারসাথে দেখব আমি স্বপ্ন নব নব।
গানে তোমায় ঘুম ভাঙ্গাব সকালবেলা হলে
নিয়ে আমায় পকেট পুরে অফিস যাবে চলে।
সময় পেলেই দেখবে তুমি আমায় বারেবারে,
আছে কিনা নুতন খবর আমার ভান্ডারে।
থাকব আমি সঙ্গে তোমার করছি শ্বপেত ভাই,
তোমার মত বন্ধু আমার এই জগতে নাই।

---

# বিশ্বমাতা

সঞ্চিতা বিশ্বাস

আমার দুটি অবুঝ ছেলেমেয়ে,
মান আভিমানে যায় জ তাদের বেলা।
দুজনেই যেন খাম খেয়ালে ভরা,
হিসাব ছাড়া চরম তাদের খেলা।
কতকিছু যে খেলনা তাদের মনে ,
অসীম আকাশের নীল সীমানায় জানে ।
মাদল হাওয়ায় বাদল দিনের সনে,
খেলছে তারা আপন মনে মনে ।
ছেলেটি আমার মনের বনে বনে,
ঘুরে বেরায় যেন রুপ পরীদের সনে ।
মেয়েটি আমার রাতের আকাশ ভরে ,
হাজারো তারা গোনে গো আপন মনে।
ছেলেটি আমার রঙের প্রজাপতি,
না জানে তবু রং এর হিসাব নিকাশ।
মেয়েটি আমার উত্তাল ঢেউ এ ভরা,
চির সাহসিনী পরের চিত্তে প্রকাশ।
মা মা বলে বায়না তাদের কত,
দে মা এনে , সপ্ন আছে যত ।
দে মা এনে , লক্ষ রাতের পরী ,
দেনা এনে সপ্ন সুখের তরী।
দে না এনে পাগল পবন সারা,
ঐ যে রবির সাধের আলোক ধারা ।
দে না এনে সবুজে ঘেরা বন,
সিন্ধু তলের ঝিনুক মুক্তা ধন।
যত আছে ফুল , যত আছে পাখি,
যত আছে ঝর্ণা ধারা।
পাহাড় শৃঙ্গ গিরি খাতা যত,
যত আছে মন হারা।
যত আছে দেশ ভুবন জুড়,
মহাসাগর বক্ষ চিরে ।
মহাশূন্যের অবাক শান্তি,
দে মোদের দু'হাত ভরে।
দে না এনে সাগর বক্ষের,
অগণিত যত লহর ।
খুজে এনে দে পরশমণি,
চির প্রেমের অনন্ত প্রহর।
আমি বলি থাম,
আমার স্নেহের কোণে।
রাখা আছে সবই,
আতি সে সজতনে।
তোরা যে আমার দুই নয়নের তারা,
বক্ষ মাঝের স্নেহের অনন্তধারা।
খুঁজে নে তোদের সকল চাওয়ার ভিড়ে,
মাতৃস্নেহের চরম সুধা নীড়ে।
আমি যে তোদের বিশ্বজোরা মাতা,
আমার জঠরে তোদের মালা গাঁথা ।
আনব কি রে বিশ্বটারে,
তোদের দুহাত ভরে?
বিশ্বপ্রানের মুক্তধার্
তোদেরই হৃদয় জুড়ে।
তোদের প্রানের অসীম তলে,
যে জয়ের তুর্য বাজে।
তারিই ছোঁয়ায় বিশ্বমাতা,
রাজরানীতে সাজে।

Agomoni

# মুক্ত প্রাণ

দীনেশ বিশ্বাস

আহা ! এমন দিবাবসানে
কে তুমি? পথিক ছুটেছ উদ্ধ শ্বাসে
অসীমের আহ্বানে কে তুমি প্রেমিক?
মেতেছ চির প্রেমের উল্লাসে
কত শত সোনা তব পথ পাশে
তবু না চাহ মিছে আশে
তুমি যেন ছুটেছ অসীমের গানে
চির সফলতার উচ্ছ্বাসে
বসন্ত যেন চির মাতাল হয়েছে
তোমার হৃদয় কোনে
চির সবুজ যেন উত্তাল হয়েছে
কত না ভক্তি প্রেমে
কত না সাধনে কত না ভজনে
তুমি হয়েছ বাঁধন হারা
তোমারে যেন গো
তুমি শুধু চেন
আর না চেনে কভু কারা
দাড়াও হে দাড়াও ক্ষনতরে তুমি
দাড়াও হে মুক্তপ্রান
আজগে না হয় আমিও কিছু
করব তোমায় দান।

এই যে দেখ শ্রাবণ মেঘের বেলায়
দু'নয়ন ভাসে কত না সলিল ধারায়
মায়াশুলে বিঁধে ক্ষত যে হয়েছ প্রাণ
ভাঙা পাঁজরে নিদারুন আধখানি গান
কত শত ভয় কত সংশয়
কত শত মোহ আসে
কত না নিয়মে বাঁধা পড়ে আছে
এ দেহীর মায়া পাশে
কত শত বাসনার কত শত কামনার
হতাশার রক্তস্রোতে
আমি যেন বন্দিনী , পড়ে আছি পথে
চির জনমের অনাদৃতে
আমিও যে প্রেয়সী তোমার প্রেমে।

উত্তাল লহরিনি
চির যুবতী চির শ্রেয়সী
প্রেম পূজার পাগলিনী
আজি শ্রান্ত আমি ,ক্লান্ত দিনে
রচিতে না পারি এ গান।
তুমি এসো প্রিয় , পূর্ণ কর হে
তোমার আমার জয়গান।
মুক্ত কর হে মুক্ত পুরুষ
ভাঙ হে , মোর শতপাসশ
আমার বন্দি প্রাণ তোমার মুক্তে মেশাও
শেষ হোক মায়াগান
জত লোভ হয়ে জাক ক্ষয়
তোমার অসীম আকাশে
আমিও ছুটিব তোমার সাথে
চির প্রেমের উল্লাসে
আমিও হব বাঁধন হারা
আচিন প্রানের টানে
আজকে আমি পথিক হব
তোমার ভক্তি প্রেমে।

Agomoni

# Memory of Netaji and my father

**MOTOYUKI NEGISHI**

My name is MOTOYUKI NEGISHI, a son of TADAMOTO NEGISHI, who closely worked with Netaji Subhaschandra Bose.

I was born in 1947 in Tokyo. It is the independence year of India. So my age is the same as (Republic of) India, 66 years old. The owner of the house where I was born was Mr. SAHAI, whose daughter is ASHA. She volunteered to RANI OF JHANSI. After my father resigned Liaison Officer, our family had no house to live in. Mr. SAHAI, who was the VIP of INA, rent his house in Tokyo to my father.

アッサム州都シロン St. Edmond College 初等部　運動会　1957 年秋

I had been lived in India from 1955 to 1958, when I was 7 to 10. I had spent my primary school life in Shillong city in Assam. The name of the school was "St. Edmond College", still remaining there. At that time, I was the only Japanese student in the school, and I think I was the first and the last Japanese student of the school. In Shillong city, there were only three Japanese people; One engineer, my mother and me.

My father lived in INDIA twice. First time was before the World War II (1933-1938). My parents married in INDIA. My mother traveled to INDIA to marry my father by steam ship.

My sister was born in 1936. My father's working experience in India and his soft personality made Mr. Senda to recommend him for the liaison officer of Netaji later. Next time was after the war (1954 --1961). That became the second time to live in INDIA for my mother and sister (first time for me). Three of us move to INDIA next year (1955).

During the World War II, Japanese government decided to support and back up the Independence of India. At that time, Japan had a concept that Asian countries should get freedom and be independent from strong European countries such as the UK, France and Netherlands. Chandra Bose (NETAJI) accordingly fled to Germany and there kept agitating Indians living in Europe for the independence of India. Hitler was not cooperative with him in the beginning. Meanwhile, the World War II broke out and soon Japan occupied Singapore. Knowing this news, NETAJI got eager to return to Asia as soon as possible on the call of Rasbehari Bose. But there was no means of transportation.

On the other hand, Japan wanted NETA JI. Many Indian prisoners of war from the battle of Singapore, once belonged to English Army led by Captain MOHAN SINGH, made “Free Indian National Army” and needed a strong leader. Then TOJO, the prime minister of Japan, asked ADOLF HITLER to return NETAJI to Japan. HITLER agreed. NETAJI and HAASAN were sent off with U-boat to a certain point far offshore of Madagascar in Indian Ocean, where Japanese big submarine was waiting for them aboard. Both gentlemen came back to the Saban island, the northernmost island of the Sumatra islands.

*With Indian Prime minister Mr. Manmohan Singh & Japanese ex-prime minister Mr. Mori*

2008 年 10 月 23 日（木）憲政会館　シン首相歓迎レセプションにて

In Japan, there were many candidates for the Liaison Officer for NETAJI from military. But they had worries that the typical boastful attitude of military officers might disturb NETAJI. They were quite careful in choosing the right person. Finally my father was selected to be the Liaison Officer for NETAJI when NETAJI was transferred from Germany to Japan. My father was a civilian and strongly recommended by the Chief Officer SENDA to catch NETAJI 's heart.

My father and executive officers; Chief Officer SENDA and Colonel YAMAMOTO, who was a military attaché to German Embassy, welcomed NETAJI in the Saban island. Since then my father spent his whole time with NETAJI. He accompanied NETAJI three times to Tokyo when the Greater East Asia Conference was held there. The Prime minister of Japan at that time was TOJO. He was also the General, chief of military organization. All the audiences of the conference were deeply impressed by NETAJI's speech full of majesty with his dignified attitude along with the message of the speech that all colonized Asian countries should become independent.

One thing that I heard from my father about NETAJI' s greatness was the deepness of sympathy and the mutual consideration. After the war, when the "Rani of Jhansi" lady troop had to return to India, NETAJI asked my father to see them off until the train would disappear from his eyesight. After seeing off the "Rani of Jhansi", my father reported to NETAJI that train had safely departed. NETAJI fully expressed his appreciation to my father.

Another impressive event was that NETAJI ordered my father to draw out the rest of the Japanese military loan. It was a considerable amount of money as much as 80 million yen to pay the retirement allowance for the provisional government staff.

Lastly, my father handed a very serious telegram, directly to NETAJI. The telegram informed that Japan had accepted the "Potsdam Declaration". After that, my father followed him to Saigon from where NETAJI wanted to fly to Japan via Taipei. That was the last time my father spoke with NETAJI.

Also father said that he learnt an uncommon word "prerogative", which means a special right or privilege given to King or Emperor in his last conversation with my father. NETAJI said, "Japanese are great people and I believe that Japan will revive from devastation of the war". That was the word he could never forget in his life.

RENKOJI temple was the only one that accepted NETAJI' s ashes. Other temples had refused

because they were afraid of being involved in political issues. The Third Chief Priest of RENKOJI temple said that he would continue keeping NETAJI' s ashes until the Indian Government would take charge of it, and hold a memorial service on the every anniversary of NETA JI' s death (18th of August). I myself believe the ashes in Renkoji Temple is genuine.

JAI HIND

私（根岸素行）の父（根岸忠素）は、戦時中、インド独立のために戦った英雄スバスチャンドラ　ボーズ（ネタジ）の専属連絡員（通訳）としてネタジに直接仕えました。

父は、三菱商事のコルカタ駐在員として 1933 年にコルカタに赴任しました。飛行機のない時代でしたので、母は、まだ見ぬ父と結婚するために 1 ヶ月ほど船に揺られて渡印し、1936 年に姉を産みました。その後、戦争が始まりましたが、父は、軍人独特の威圧的な態度のない人柄と能力を、当時インド専門に貿易をされていた千田さんに評価され、連絡員に抜擢されました。依頼、1945 年 8 月にサイゴンから台北に向かう飛行機に乗るネタジを見送るまで、彼を毎日支えました。

ドイツから潜水艦でマダガスカル経由でサイパン島に来たネタジを迎え入れたのは、千田長官、山本大佐、そして父の3名です。大東亜会議に出席するためにボースが来日するたび（計３回）に行動を共にし、また、東條英機との面談にも同行してます。ネタジが日本政府のＩＮＡに対する円借款を引き出し、部隊への退職金の支払いをした時にも手伝いました。そして、日本のポツダム宣言受諾の電文をネタジに渡したのも、私の父です。

インドの女性部隊(ジャンシー部隊　INA 婦人部隊)がインドに戻る時、父はネタジから、「彼女達の列車が視界から消えるまで見送り届けて欲しい」と頼まれたそうです。ネタジの素晴らしいリーダーシップ、人を惹き付ける魅力、細やかな気配りを間近で拝見し、大きな感銘を受けたそうです。

終戦を迎え、連絡員解任後、父は帰国し、１９４７年、昭和２２年（インド独立の年）に、私はA.M. サハイさん（彼の娘さんは、「アシャの日記」を書いた、ジャンシー部隊に志願したアシャ・チョウドリーさん）の家で生まれました。

戦後は、財閥解体後に三菱が再生され、父は１９５４年～６１年まで　初代三菱商事のコルカタ支店長として再度勤務することに成りました。翌年（１９５５年）、家族がインドに行くこととなり、母と姉にとっては２度目のインドとなりました。私達は、暑いコルカタからアッサムに引っ越したので、私はシロンで小学生時代(２年生から５年生)を過ごすことと成りました。また、姉は当時の父の部下であった方と結婚し、ヒューストン、ブリスベンに勤務したのち、マドラス（現チェンナイ）に住み、3回目のインド滞在を経験しました。

---

# জাপানী সংস্কৃতি

**স্বপন কুমার বিশ্বাস**
President (KCSJ)

আমরা যারা কর্মসূত্রে আথবা শিক্ষা সূত্রে কিংবা পারিবারিক সূত্রে জাপানে আছি তাদের প্রত্যেকেই কম বেশি জাপানী সংস্কৃতির সাথে  পরিচিত।

জাপান বলতে আমরা বুঝি পৃথিবীর একটা উন্নততর দেশ। এখানে রয়েছে সুশি সাসিমির মত ইউনিক সব খাবার , খিমোনোর মত পোশাক। সুমোর মত খেলা, সামুরাই কিংবা নিনজার মত জনপ্রিয় ক্যারেক্টার। এইসবকিছুর মধ্যেই একটা নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়।তবে আমার মনে হয় জাপানী জাতির সবথেকে বড় পরিচিতি হল এদের কর্তব্য পরায়নতা। ছোট বড় সবরকম কাজের প্রতি এদের সমান ভালবাসাই অন্যান্য জাতির থেকে এদেরকে আলাদা করে তুলেছে । কাজের প্রতি নিষ্ঠাই হয়ত জাপানীদের সব থেকে বড় শক্তি। হয়ত এই শক্তি দিয়েই এরা স্পেন এবং তুরস্ক কে হারিয়ে ২০২০ সালে দ্বিতীয় বারের মত অলিম্পিক আয়োজন করার সুযোগ পেয়েছে।

এখানে অল্প কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান ধর্মীয় লোক থাকলেও জাপানের বেশীর ভাগ লোকই বুদ্ধ ধর্মের লোক। তবে অন্য দেশের মত ধর্ম নিয়ে এখানে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই বললেই চলে। তাই ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতি করার সুযোগও এখানে নেই। কাজই এদের সবথেকে বড় ধর্ম, কাজই ভগবান।

এখানে বুদ্ধ ধর্মীয় লোকের সংখ্যা বেশী হলেও এই যুগের জাপানীরা সাধারনত চার্চ এ গিয়ে বিয়ে করাটাই বেশী পছন্দ করে।বুদ্ধ ধর্ম মতে বিয়ের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে খুবই কম।তবে এদের মৃত্যুর পরে সৎকার কিংবা শ্রাদ্ধশান্তি কিন্তু এরা নিজেদের  বুদ্ধ ধর্ম মেনেই করে। মৃত্যুর পরে এরা কিভাবে শ্রাদ্ধশান্তি করে সেটা আমরা অনেকেই ভাল করে জানিনা। যদিও শ্রাদ্ধশান্তি ব্যাপারে এক এক পরিবারে এক এক নিয়ম। তবুও যে নিয়ম সবথেকে বেশী প্রচলিত সেই নিয়মটাই আমি সবার সাথে শেয়ার করতে চাই।

এই প্রক্রিয়াকে সাধারনত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) ছুইয়া (মৃতদেহের সাথে রাত কাটানো )

কোন একটা বড় ঘরে মৃতদেহকে রাখা হয় । যাদের বাড়িতে জায়গা কম থাকে তারা সেরিমনি হল ভাড়া করে নেয়। পরিবারের লোক এবং খুব নিকটতম আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবরা সেখানে মিলিত হয়ে ধূপ কাঠি জালিয়ে মৃতদেহকে শ্রদ্ধা জানায়। তারপর মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারন করে, পরিবারের লোককে সান্তনা দিয়ে এই অনুষ্ঠান পালন করে। এইসময় অ্যালকোহল খাওয়ার প্রথা চালু আছে। সাধারনত সন্ধ্যা ৬ টা থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে রাত ১টা, ২ টা পর্যন্ত আথবা অনেক ক্ষেত্রে সকাল পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলে। আনুস্টান শেষে অল্প বিস্তর খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়।

২) কাছো ( মৃতদেহের সৎকার করা )

একটা বিশেষ ধরনের গাড়িতে করে মৃতদেহ কে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাচীন কালে জাপানে মৃতদেহ কে কবর বা সমাধি দেওয়া হত। ভারতবর্ষ থেকে আসা বুদ্ধ ধর্মের সাথে সাথে এখানে মৃতদেহ দাহ করার প্রথা চালু হয়েছে বলে শোনা যায়। ৭০০ সালে জাপানে প্রথম এই প্রথা চালু করে দেউশিয়া নামক এক সন্ন্যাসী । এই সন্ন্যাসী মারা যাওয়ার আগে তার শিস্যদের কে তার এই ইচ্ছার কথাটা জানিয়ে যায়। কিন্তু মৃতদেহ দাহনের প্রথা চালু হতে তারপরেও অনেক সময় লেগে যায় । ১৮২৭ সালে জাপানে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ আইন তৈরি হওয়ার পর থেকে মৃতদেহ দহনের প্রথা সাধারন মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে বলে শোনা যায়। মৃতদেহ দাহনের পর হাড়ের কিছুটা অংশ নিয়ে এসে পারিবারিক সমাধি স্থানে রাখা হয় । হাড়ের কিছুটা অংশ বাড়ীর ঠাকুর ঘরে রাখার প্রথাও অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

৩) ছোউগী এবং কোকুবেৎসিকি (শ্রাদ্ধ এবং শেষ বিদায়)

এই অনুষ্ঠানটা সাধারণত ছুইয়ার পরের দিন দুপুরে হয়।আগের যুগে ছউগী এবং কোকুবেৎসিকি আলাদা আলাদা ভাবে পালন করা হত। বর্তমান যুগে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এটা একই সাথে করা হয়। শ্রাদ্ধ হল মৃত ব্যাক্তি যাতে নির্বিঘ্নে বৈতরণী পার হতে পারে তার জন্য বুদ্ধ ভগবানের কাছে প্রাথনা করা। এটা সাধারণত পরিবারের লোকদের নিয়ে ধর্মীয় মতে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে কোকুবেৎসিকি বা চিরবিদায়ের অনুস্থানে পরিবারের লোক আত্মীয় স্বজন ছাড়াও বন্ধু বান্ধব পরিচিত লোকজন সবাই অংশগ্রহণ করে। মৃত ব্যাক্তির ফটোর সামনে ফুল আর ধূপকাঠি দিয়ে শেষ বিদায় জানান হয়। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবরা মৃত্যুর সংবাদ পেলে মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য পাঠায়। ধনী গরীব সবার মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত। জাপানী ভাষাতে এটাকে কৌদেন বলে। মৃত ব্যক্তির ছেলে মেয়ের বন্ধু বান্ধব এবং সহকর্মীরাও এই কৌদেনপাঠিয়ে থাকে। যারা কৌদেন পাঠায় তাদের সবাইকে শ্রাদ্ধ হয়ে যাবার পরে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশেষ উপহার পাঠানো হয় যার মধ্যে শ্যাওলা দিয়ে তৈরি খাবার জাপানী সাকে(মদ) এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটা কার্ড দেওয়া হয়।

৪) সিজুখুনিচি (মারা যাবার পরবর্তী ৪৯দিন)

মৃত্যু র দিন থেকে প্রথন ৭দিন প্রতিদিন মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রতি সপ্তাহে একদিন এই প্রার্থনা করা হয়। মৃত্যুর পর থেকে ৪৯দিন পর্যন্ত এই নিয়ম পালন করা হয় বলে এটাকে সিজুখুনিচি বলে। জাপানিরা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা বা ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী নাহলেও নিজের দেশ, নিজের সংস্কৃতির ও নিজের ভাষার প্রতি এদের গভীর ভালবাসাটা প্রতি পদক্ষেপেই লক্ষ্য করা যায়। এদের কথা বলার ধরন, নম্র ব্যাবহার, নীতিপরায়নতা আজ সারা বিশ্বে প্রসংসশিত। চলো জাপানের শিক্ষা প্রযুক্তির সাথে সাথে জাপানীদের এই বিশেষ গুনগুলোকে আমরা সবাই আপন করে নিই।

# ベンガルとの出会い

廣光　恵
Organizing Secretary (KCSJ)

私が初めてインドの地を踏んだのは、2004年の春でした。

今でも鮮明に覚えているのは、コルカタのネタジ　スバス　チャンドラボーズ空港に降り、市の中心部に行くまでのタクシーの中から見た風景です。乾期だったため、ベンガルらしい池や緑はそれほど目立つ感じではありませんでしたが、その前に数日間過ごしたデリーとは、全く違う土地であることを肌で理解しました。そして、「この土地をすでに知っている」という懐かしい気持ちが溢れ出ました。

当時は、ワシントンDCにある森林保全や少数民族の生活保護などに関わるアメリカのNGOをやめたばかりでした。インドで自然や農村開発に関わる仕事をしてキャリアを積んでから、またアメリカに戻りたいと思い、北インドのいくつかのNGOを視察することを目的にインドに飛びました。しかし、条件の良い仕事を辞めてでも、インドをこの目で見て回って、そこに住んで経験を積みたかったのは、心の奥底にインド文化に対する純粋な好奇心があったからです。いくつかの都市にあるNGOを訪れましたが、結局コルカタにある、貧しい農民のための有機農業のトレーニングや農村開発携わるNGOに落ち着きました。コルカタにあるNGOに落ち着くことは、空港から乗ったタクシーの中で、すでに予感していたことでした。

私が経験した出来事や、ベンガルの知性を、この小さなスペースでまとめるとすれば、「口の文化」ということでしょうか。ベンガル人の口は休むことがありません。食べているか、歌うか、誰かと話しています。同時に２つをやっていることも。インドの長距離列車に乗ると、他の地方の人と比べることが容易になります。ベンガル人かどうかは、遠くの座席から、どれだけ口が忙しいか観察するだけでわかることが多々あります。

まず「食べる」という行為について。ベンガルは魚料理で知られます。

厳格なベジタリアンは少なく、年中「あの魚はこの季節が一番美味しい。このようなスパイスで調理するんだ」という説明を親切にしてくれました。チャイにはたっぷりショウガを入れます。夕方になるとチャイ片手に世間話をしている人々の姿が見られます。

そして、ベンガルといえば「歌」です。

日々の生活の中で、歌が聞こえない日は皆無といっても過言ではないでしょう。どこからかタゴールソングが聞こえます。CDショップから流れてきたり、近所の小学校の窓からであったり、お手伝いさんの鼻歌だったり。NGOの仕事で農村に行くたびに困ること

がありました、それは、村人達に、「おお、ディディ（姉さん）、日本の歌をきかせておくれ」と言われることでした。はじめは、「なぜどこの村に行っても歌を歌えと言われるのだろう？？」と理解できませんでした。歌は好きなのですが、聞くのが専門のため、歌えない私には辛いプレッシャーでしたが、今では楽しい思い出です。

歌が好きなベンガル人は話すことも好きです。農村で働くためにはベンガル語を話せないといけなかったため、Gol Park にある Ramakrishna Mission のベンガル語のクラスに通いました。Shanti Mukherjee 先生のクラスでは、ベンガル語の細かい文法を習うと同時に、タゴールやチャンドラ　ボーズの話を聞く機会がありました。そして、日本への関心は最先端のテクノロジーだけでなく、むしろ文化的・歴史的な親しみに起因していることがよく伝わってきました。

ベンガル語では、「口」と「顔」は同じ mukh です。はじめはそれが不思議でしたが、今では納得がいきます。顔には、五感のすべてがあります。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚。五感全部で毎日を楽しむことは、肉体を持つ者の特権です。

農村に行く日々の空いた時間で習い始めたタブラやカタックダンスにどんどんと惹かれ、現在は東京と名古屋でインド舞踊のカタックダンスを踊り、教えています。カタックの起源はヒンズー寺院での聖職者であった「語り部」です。口と身体全体で楽しむこの芸術に導かれたのは、言葉の美しさや普遍的な神秘を教えてくれたベンガルの師匠と友達のおかげだと感謝しています。

## My Encounter with Bengal

**Megumi Hiromitsu**
Organizing Secretary (KCSJ)

It was the Spring of 2004 that I visited India for the first time in my life. Still today, I clearly remember the scenery spreading in front of my eyes while sitting in the yellow taxi that took me from Netaji Subhas Chandrabose airport to the centre of Kolkata. As it was a dry season, there wasn't that typical Bengali pond and greens outside, but I immediately got the feel of difference from Delhi where I spent few days before coming to Kolkata with my skin. My heart was filled with a kind of nostalgic feeling, 'I've already known this land.'

The purpose of my visit was to find a local NGO, which would accept me to work with. After getting degrees from different countries, I was working in a NGO in Washington DC. whose main activity was forest conservation and human rights of indigenous people in forests. but as I was not satisfied with my experience and skills, I decided to quit the job and go to India to work in a place where I can brush up my knowledge and skills so that I would go back to the US one day and serve better as a social worker. However, I have to mention that there was a pure curiosity within myself toward Indian culture. I wanted to stay in India not only for career enhancement, but also wanted to see the culture and people

and get into its core. I joined one NGO and got involved with organic farming training for the poor farmers and rural development general. I already had a strong presentiment in that yellow taxi that I would stay and work in Bengal.

If I am asked to tell you what I have experienced and whatever intelligence I saw in Bengali people in this small space, I would say that Bengali culture is a 'culture of mouth'. Mouths of Bengali people never stop. It's always moving and serving to its master. People are either eating, singing or talking to somebody. Very often people do two of them at the same time. When you travel India by a long-distance train, you will have a chance to see people from different regions and sometimes you can tell who are the Bengalis only by looking how much people's months are busy.

First of all, eating. Bengal is known for fish. I met only a few strict vegetarians in Bengal. People explained me 'This fish tastes the best in this season of the year.', 'That fish is cooked with these spices…' etc. They put good amount of ginger to chai and enjoy chatting with friends and office colleagues at tea shops in the late afternoon.

Bengal is well known for songs and music. It is not too much to say that you have no single day when you don't hear songs. You will catch the melody of Tagore songs. It could be from CD shops, windows of near-by elementary schools or humming of a housekeeper. There was one thing that troubled me when I visited local farmers. Villagers always said, "Oh, didi, please sing a song of your country". At first I couldn't understand why people in every village request the same thing! As I am not good at singing, it was such a big pressure. Now it's a funny memory.

Bengali people like talking. In order to communicate with villagers, I had to learn Bengali. I used to take Bengali classes at Ramakrishna Mission in Gol Park every week. Mr.Shanti Mukherjee taught us not only grammars but he also enjoyed sharing the story of Tagore, Subhas Chandra Basu etc. Through his talking, I felt that they are interested not only in Japanese technology but rather people have cultural and historic attachment to Japan.

In Bengali, mouth and face are expressed with the same word, '*mukh*.' It took me a while to get used to this. Now I have understood in the following way. We have all five senses in face; sight, hearing, smell, taste and touch. It is the privilege given only to us who have body.

During my free time, I started learning tabla, dance and singing. Now I'm dancing and teaching Kathak in Tokyo and Nagoya. Kathak originates in Hindu Brahman, *kathaka*, a story-teller. I am grateful to my Gurus and friends in Kolkata who led me to this art form that allows me to enjoy life with mouth and whole body.

---

Agomoni

# মা

মুনমুন বিশ্বাস

আমাদের সবার জীবনে সবার উপরে যার স্থান সে হল 'মা'। যে আমাদের দশ মাস দশ দিন গর্ভে রেখে জন্ম দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখা য়।'মা' এমন এক অনুভূতি যার কাছে গেলে পৃথিবীর সব সুখ হাতের মুঠোয় চলে আসে, যার কোলে মাথা রাখতেই সব চিন্তা দূর হয়ে যায়, যার আচলের তলে আমরা নিজেরদের সব থেকে সুরক্ষিত বলে মনে হয়।যার আঙ্গুল ধরে প্রথম হাঁটতে শিখি, আবার বড় হবার পরও সেই ঠিক পথে চলাও শেখায় মা ।সব ঝরঝাঞ্জা থেকে আমাদের বুকের মাঝে আগলে রাখে , সব বিপদ থেকে রক্ষা করে আমাদের বড় করে তোলে 'মা' । যার কাছে গেলে নিজেকে সব থেকে ভাল বলে মনে হয়, যার ছোঁয়ায় সব ব্যথা বেদনা দূর হয়ে যায়। 'মা' এর স্থান প্রতেকের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ।

আজ আমি নিজে মা। মা হবার পর আরও ভাল করে বুঝতে পারলাম যে মায়েদের মন সন্তানদের

জন্য সবসময় উদ্বিগ্ন থাকে।সন্তান দের একটু আঁচড় লাগলে কষ্টে বুক ফেটে যায় আবার সেই সন্তানদের ভালো কাজে গর্ভে বুক ভরে ওঠে। আমি যেদিন প্রথম জানতে পারি আমি মা হতে চলেছি সেদিন আমার মনে হয়েছিল যে আমি পৃথিবীর অমুল্য সম্পদ পেতে চলেছি যার তুলনা কোনকিছুর সাথে করা যাবে না। সেদিনের পর থেকে দশ মাস দশ দিন আমি প্রতি মুহূর্ত আমার শরীরের মধ্যে আমার সন্তানের বেড়ে ওঠাকে অনুভব করতে পারতাম।প্রতি মুহূর্ত ওর আসার অপেক্ষা য় দিন গুনতাম। তারপর দশ মাস পর যখন আমি সন্তানের জন্ম দিলাম সেদিন ছিল আমার জীবনের সচেয়ে বড় আনন্দের মুহূর্ত। ওর সেই ছোট মুখখা নি দেখে আমার সব ব্যথা বেদনা নিমেষের মধ্যে হারিয়ে গেল। সে যে এমন এক অনুভূতি যা বলে প্রকাশ করা যাবে না। এখন আমার দিন শুরু হয় ওকে দিয়ে , ওকে নিয়ে বেশ আনন্দে কেটে যায় সারাদিন । এখন আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ওকে বড় করে তোলা। আজকে আমি নিজে মা হয়ে ভালো করে বুঝতে পারলাম যে আমার মায়ের মন আমার প্রতি কতখানি স্নেহ মমতায় পূর্ণ, এরই জন্য মায়েদের আর এক নাম মমতাময়ী।

---

# Kaziranga

**Manami Das**

"Elephants, rhinoceros, deer, tigers ..", I overheard my parents discussing plans to visit a place called Kaziranga and was quite excited myself. We were travelling to India just after my second birthday celebrations early this year and were looking forward to all the fun we'd have. My parents had taken me to different parks and zoos in and around Tokyo and I loved seeing the animals and birds but this would be the first time I would actually be riding a real elephant!

So on that fine sunny spring morning, as our car sped over the highway from Guwahati through Nagaon towards Kaziranga, I stared out the window at the scenery of passing villages and cows grazing over paddy fields and slowly dozed off dreaming of the jungle. When we arrived a few hours later at our beautiful resort, it felt much cooler than it was at Guwahati and I was happy to run around and play after being in the car for almost four hours. We went to bed early that evening while it rained heavily along with thunder and lightning, a bit worried whether the rain would stop before our elephant ride the next morning.

We awoke early to the sounds of birds chirping. The rain had stopped during the night and our guide called to say the elephant ride was on! A short jeep ride from our resort and we were at

the edge of Kaziranga National Park, a world heritage site spread across more than four hundred square kilometers of marshy grassland and tropical forests. Groups of tourists of all ages atop tamed elephants of all sizes were being ferried back and forth into the jungle and when our turn came we climbed aboard a wooden platform to sit on a 'howdah' perched over

Rani, a forty year old elephant who was surely bigger than all the other elephants out there. I was a little afraid at first but Rani looked at me as if to say "Don't worry Manami, you will be safe with me". So I climbed up and sure enough felt safe and secure on my mother's lap as Rani proceeded gently and carefully. Soon we were in the midst of deer and the famous one-horned rhinoceros grazing in the morning, unmindful of the elephants watching them and the tourists taking pictures. We went through grasslands and thick forest admiring the scenery all along and finally it was time to bid goodbye to Rani. We returned to the resort for lunch and an afternoon nap to recharge ourselves for the evening jeep safari when as per Qutub our guide, we were to spot a tiger if lucky enough.

In the evening, an open-top jeep ride over a dirt road took us deeper into the forest and we saw hornbills, blue jays, and storks. Water buffaloes, wild boars, and herds of deer grazed alongside rhinoceros. Eagles circled over lakes occasionally diving in to catch fishes. A large herd of wild elephants appeared out of the tall grassland and walked right across the front of

our jeep as we quietly waited for them to pass. There were baby elephants among them being guarded cautiously by the others as they slowly disappeared once again in their journey to the other side of the forest. That was the best moment of the trip! We did not see any tigers though, but I suspect that the tigers were watching us instead. Qutub promised us that the next time we visit he would make sure we can meet a real tiger. I am not sure I am very keen on that encounter but I know I will go back to Kaziranga - to hear birds chirping in the morning and to ride an elephant again!

---

# দার্জিলিং আর গ্যাংটক ভ্রমন

সুব্রত মণ্ডল
Ast. Treasure (KCSJ)

দার্জিলিং ভ্রমনে গিয়েছিলাম আমার জামাইবাবু অলোক দার সাথে, সাথে ছিল দিদি আর ভাগ্নে। আর জাওয়ার কথা আছে জামাইবাবুর বন্ধু উজ্জল দার , তার সাথে যাবে তার বউ, ছেলে আর তার সালাবাবু। আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম জাওয়ার জন্য, দার্জিলিং জাওয়ার ট্রেন ধরলাম হাওড়া রেল স্টেশন থেকেআমরা চার জন আর বাকি উজ্জল দা রা চার জন কয়েক ঘণ্ঠা পরে আদরা রেল স্টেশন থেকে উঠলো। আমার সবার সাথে প্রথম দেখা, তাই সবার সাথে পরিচয় করলাম। সবাই মিলে গল্প শুরু হল আর ট্রেন দূতগতিতে ছুটতে লাগলো ,আর পৌছাতে এক দিন, এক রাত , লেগে গেলো। ট্রেন জেতে জেতে অনেক নদী নালা, খাল বিল, পাহাড় পর্বত , পরিবেশের সুন্দর সুন্দর রূপ আকীষ্ট করছিলো।

এই ভাবে আমরা পৌছে গেলাম শিলিগুড়ি , খুব সুন্দর শহর , মনেই হচ্ছে না কলকাতা শহর থেকে এতো দূরে, সেখানে ও আমরা একটু গুড়ে দেখলাম ও খাওয়াদাওয়া করলাম আর আলোচণা করেছিলাম কিসে করে সেখান থেকে জাবো টয় ট্রেন আর জিপ , জিপে তাড়া তাড়ি হবে বলে জিপে করে রওনা দিলাম স্বপ্নের শহর দার্জিলিঙের উদ্দেশ্যে। সবাই একটা জিপ গাড়ি করে রাস্তার দুপাশ দেখতে দেখতে খুব আনন্দে কথা বলতে বলতে মজা করছিলাম। যত দার্জিলিং এর দিকে এগোছী তত পাহাড় কাছে আসছে , চারিপাশে পাহাড় আর পাহাড় তার মাঝে মাথা উচু করে বিশাল বিশাল ঝাউ গাছ দাড়িয়ে

আছে আর পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলী ফুল এত সুন্দর যে ফুল গুলো দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে।পাহাড় কেটে এত সুন্দর রাস্তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, হাজার হাজার ফুট উপরে উঠছি আর মেঘকে কাছে নিচ্ছি, নীচের দিকে তাকালে বোঝা যায় আমরা কতো উপরে উঠছি। মেঘকে মনে হাত দিয়ে ছোয়া যায়। আর পাহাড়ের গা দিয়ে লতার মতো বেয়ে উঠছে ট্রয় ট্রেন, আর আমরাও উঠতে লাগলাম এই পাহাড় থেকে ঐ পাহাড় আর গুড়তে গুড়তে পৌছে গেলাম আমার স্বপ্নের শহর দার্জিলিঙ এ। পাহাড়ের এত উপরে ট্রেন লাইন অবিশ্বাস্য। প্রায় ৭৫০০ ফিট উপরে তখন আমরা। হোটেলে ফ্রেশ হয়ে আমরা বার হলাম শহর একটু দেখতে, বেশ ভাল ঠান্ডা লাগছিল, রাত হয়ে যাচ্ছিল আর ভোরে ৪টেতে উঠতে হবে তাই রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরে আসলাম। উদ্দ্যেশ্য টাইগার হীল

যেখান থেকে সূর্যদয় দেখা যায় সাথে দূর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আমরা রওনা হলাম বেশ ঠান্ডা ছিল,

আমরা বিস্ময়ে দেখছি সূর্য উঠা আর দূর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা। পশ্চিম আকাশে তখন আগুনের মেঘ দেখা যাচ্ছিল। দূরের আকাশে প্রথম আলো দেখার মজাই আলাদা। ধীরে ধীরে সূর্য পুরো উঠে গেল, আর চারিপাশ আলোয় আলোকিত হল. পবন বলল আপনাদের ভাগ্য ভাল সকালে বৃষ্টি হয়নি তাহলে আর সূর্যদ্যয় বা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত না। আশে পাশে পাহাড় আর পাহাড় । সেখান থেকে আমরা হোটেলে ফিরে রওনা দিলাম গ্যাংটক এর দিকে, সিকিম ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। গাড়ি গ্যাংটক ছাড়িয়ে উত্তরের দিকে চলল। ধীরে ধীরে অনুভব করলাম হীমেল হাওয়া যেন আরও কনকনে হয়ে উঠেছে। আমরা সেই ভাবে গরম জামা পরিনি। গাড়ি বেশ আস্ত আস্তই যাচ্ছিল। আমি বাইরের দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। বরফ পড়ছিল আর গাছ গুলো সাদা হয়ে চারি দিকে সাদা আর সাদা । বরফ, বরফ, অনেক বরফ। আনেন্দ আত্মহারা হয়ে জানলার কাচ নামিয়ে মুখ বার , এই বার চারপাশ দেখে মনে হল, হ্যা, তুষাররাজ্যে এসেছি। যত দূর চোখ যায় বরফে মুড়ে আছে। অপরূপ সৌন্দর্যের রূপরেখা চোখের সামনে ফুটে উঠল। আমিও বরফের উপর পড়লাম এক লাফে। দুহাত দিয়ে বরফ জড়ো করে তুষারমানুষ বানাতে জুটে গেলাম। সব গাড়িই সেখানে থেমে। সামনে খাড়াই রাস্তা বরফে ঢাকা। আগে কখনও এরকম অনবদ্য দৃশ্য দেখিনি। শো শো করে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া।আমরা ও নীচে নেমে এলাম। সবাই মিলে বরফ ছোড়া ছুড়ি করলাম , ছবি তুললাম সবাই মিলে, আর দুপুরে সেখানে আর্মি থেকে সবাই খাবার দিচ্ছিল ডাল, লুচি তা সবাই মিলে খেলাম তার পড় আমরা গ্যাংটক অভিমুখে রওনা দিলাম।

## আমাদের কমিটি

বিদেশের বুকে আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা এবং পত্রিকা আগমনী সফল ভাবে প্রকাশনা করার সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাদের প্রচেষ্টায় KCSJ হয়ে উঠবে আরও বড় আরও শক্তিশালী । এই কামনা করি।

**সুব্রত আধিকারী**

# Renkoji and Netaji

**Dipankar Biswas**
Ast. Secretary (KCSJ)

Hired a taxi from Kouenji station to get to Renkoji temple. This temple is not that big and not well known by common Japanese so only the name wasn't good enough to describe taxi driver about our destination. We gave him the address to input in the car navigation. It is not that far from the station. Only about 15 min walking distance from Kouenji Station but as it is our first time, we didn't want to take any risk of wasting time for finding place. There is another station near by the temple named HigashiKouenji of Marunochi line. It is about 5 minutes walking distance. However we were taken at the front of a small Japanese style temple. The front gate was open as usual. Every one of us pulled out their cameras to take some

snapshot from outside first. Then we entered into the temple ground. Some different feeling swallowed us as we saw the statue of Netaji at the corner of the main temple and straight front from the main gate. Yes the great freedom fighter and our hero Sri Subash Chandra Bose. I was flew away in the past and started imagine how great this man was. All the history I learned from my text book in school life or watched in movies came up in my head. From bottom of my hear an soundless voice came out "Ami Gorbito Ami Bangali" its mean I am proud to be a Bengali which Netaji was belong to, yes now I can shout saying I am proud to be Bengali. All the fear and weakness disappeared from my mind. We were 4 in a group and I am quite sure that everyone had the same feeling. We started taking photos of every particle in the temple ground. Then climbed up to the gate of the temple but found it closed and locked. There was a calling bell outside the door. I pressed it and a Japanese lady answered, she told us that the temple opens for public only ones in a year which is 18th August. It was 3rd May 2013. We weren't aware about it so got bit desperate as we as well as all Indian believe that Netaji's ashes were interred at Renkoji Temple where we are right now but just a

step back from it. It is believed that Negaji died in a plane crash on 18th of August 1945. After his cremation near the crash site which is Taiwan now, his ashes were brought then interred at Renkoji Temple. Anyway we spend some times there to recall Netaji in our mind. Though we couldn't get into the main temple where Netaji's ashes are but we spend very good time with taking photos with Netaji's statue and temple. Sanjeeb, Subrata and Pallab were with me on that day.

I would like to share the address of the temple for those who want visit.
The address is:
3 Chome -30-20 Wada,
Suginami-ku,
Tokyo 166-0012

My request to all Indian including all Asian who loves Netaji, to visit the Renkoji Temple. Many of India's prime ministers like Smt. Indira Gandhi, Mr. Atal Bihari Vajpayee and some others had visited the temple in different times in the past when they came to Japan. So it is small but a greatly important temple which have valuable relation with Indian history.

---

# আমরা গর্বিত আমারা বাঙালি

লিটন মজুমদার

আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলা। তাইহয়ত আমাদের বলাহয় বাঙালি । আর এইবাংলা দিয়েছে কত মহানায়ক কে। নেতাজী সুভাশ চন্দ্র বসু, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জপগদি শ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্বামি বিবেকানন্দ, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহাংশ দেব, আরও অনেক কে। যারা কিনা শুধু আমাদের দেশের নায়ক নয়, সারা প্রিথিবিতে এরা চির স্বরনিয় হয়ে রয়েছে এবং থাকবে। যারা এই বাংলা মায়ের সন্তান। তাই আমাদের গর্ব হয় বাংলায় কিথা বলে, বাংলা মায়ের সন্তন হয়ে জন্ম নিয়ে।

**কিন্তু কিভাবে জন্ম হল আমাদের মাতৃভাষার?**

বাংলা দক্ষিণ এশিয়ার বুরব প্রন্তের একটি ইন্দো-আরয্য ভাষা । সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলার ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বাংলা দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার বঙ্গ বা বাংলা নামক আঞ্চলের মানুশের মুখে র ভাষা। এই অঞ্চলটি বর্তমানে রাজনইতিক ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে গঠিত। এছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ও অমায়নমারের উত্তর আঞ্চুলের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও বাংলা ভাষায় কথা বলে। প্রয় ২০ কটি মানুশের মাতৃভাষা বাংলা বিশ্বের বহুল প্রচলিত ভাষার মধ্যে এক্তি।বাংলা বাংলাদেশের প্রধান ভাসা,ভারতের দ্বিতীয় সর্বচ্চ কথিত ভাষা। আসমিয়া ও বাংলা ভৌগোলিক ভাবে সবচেয়ে পূর্বে অবস্থিত ইন্দ-ইরানীয় ভাষা।

**বাংলা ভাষার ইতিহাস**

খ্রিষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের শেষ প্রান্তে এসে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা গুলোর বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকে যে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর উদ্ভব ঘটে, তাদের মধ্যে বাংলা একটি। কোন কোন ভাষাবিদ তার ও অনেক আগে, ৫০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বাংলার জন্ম হয় বলে মত পোষণ করেন।তবে এ ভাষাটি তখন পর্যন্ত কোন সুস্থির রূপ ধারন করেনি।সে সময় এর বিভিন্ন লিখিত ঔপভাসিক রূপ পা শাপাশি বিদ্দমান ছিল। যেমন ধারনা করা হয় ৬ শতাব্দীর দিকে মাঙ্খি অপ্রভংস থেকে মাগধি অবহটঠের উদ্ভব ঘতে।এই অবহটঠের ও বাংলা কিছু সময় ধরে সহাবস্থান করছিল।

**বাংলা ভাষার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করাযায়**

প্রাচীন বাংলা ৯০০/১০০০ খ্রিষ্টাব্দ - ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ লিখিত নিদর্শনের মধ্যে আছে চর্যাপদ ভক্তিমূলক গান , আমি , তুমি ইত্যাদি সর্বনাশের আবির্ভাব , ক্রিয়াবিভক্ত ইলা , ইবা ইত্যাদি। ওড়িয়া ও অসমিয়া এই পর্বে বাংলা থেকে আলাদা ক

মধ্য বাংলা ১৪০০-১৮০০ এ সময়কার গুরুত্বপূর্ণ লিখিত নিদর্শন চণ্ডিদাসের শ্রী কৃষ্ণকীর্তন , শব্দের শেষে অ ধ্বনির বিলোপ , যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন, ফার্সি প্রভাব ।কোন কোন ভাষাবিদ এই যুগকে আদি ও অন্ত্য এই দুই ভাগে ভাগ করেন।

আধুনিক বাংলা ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ক্রিয়া ও সর্বনাশের সংক্ষেপণ যেমন তাহার তার করিয়াছিল করেছিল। বাংলা ভাষা ঐতিহাসিক ভাবে পালির সাথে বেশি সম্পর্কিত হলেও মধ্য বাংলার (চৈতন্য যুগে )ও বাংলা সাহিত্যর আধুনিক রনেসসের সময় বাংলার ওপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ এশিয়ার আধুনিক ইন্দো ইউরপিও ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ও মারাঠি শব্দ ভাণ্ডারে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ রয়েছে। অন্য দিকে হিন্দি ও অন্যন্য ভাষাগুলো আরবি ও ফার্সি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

১৮শ শতকের পূর্বে বাংলা ভাষার ব্যাকারন রচনার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পর্তুগীজ মিশনারি পাদ্রী ম্যানুয়েল দ্যা আসুমপাসাও vocabolario em idioma Bengali, e potuguez dividido em duas partes- নামে বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান ও ব্যাকারন রচনা করেন। ১৭৩৪ থেকে ১৭৪২ সাল পর্যন্ত ভাওয়ালে কমরত অবস্থায় তিনি এটি লিখেছিলেন।ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ নামের এক ইংরেজ প্রাচ্যবিদ বাংলার একটি আধুনিক ব্যাকারন লেখেন(A grammar of the Bengal language 1778). যেটি ছাপাখানার হরফ ব্যাবহার করে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বাংলাগ্রন্থ।বাঙ্গালিদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম ব্যাকারন রচইতা।তার গ্রন্থের নাম ছিল grammer of the Bengali language(1832). এ সময়ে ক্রমশ সাধুভাষা থেকে সহজতর চলতিভাষার প্রচলন বাড়তে থাকত।

১৯৫১-৫২ সালের ভাষা আন্দলন এর মূল কারন ছিল বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার। বাংলা দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত ২৩ টি সরকারি ভাষার মধ্যে বাংলা অন্যতম।ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি ভাষা হল বাংলা। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে আমাদের ভাষা বাংলা। যেমন আসাম রাজ্যের কিছু জেলায় সরকারি স্বীকৃতি ভাষা বাংলা, এছাড়াও আন্দামান নিকবর দ্বীপপুঞ্জে অন্যতম প্রধান স্বীকৃত ভাষা বাংলা ।সপ্রতি কর্ণাটক রাজ্যর দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

আমাদের গর্ব যে আমরাও এই বাংলা ভাষায় কথা বলি। তাই তো কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন-

সেই শিল্প খাটি শিল্প , যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত।তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত সংগ্রাম আর প্রেরনা, জয় পরাজয় আর জীবনের ভালবাসা , খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব কটি দিক।

সেই হচ্ছে খাটি শিল্প যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যে ধারনা দেয় না।কবিতার গদ্যের আর কথা বলার ভাষা বিভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেনা। এমন এক ভাষা তিনি লেখেন যা বানান নয়, ক্রিতিম নয়, সহজ প্রনবন্ত বিচিত্র গভীর একান্ত জটিল - অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা-

তাই তো বারবার বলতে ইচ্ছে হয় -

আমরা গর্বিত আমরা বাঙালি-

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের ভাষা বাংলা,এতাই আমাদের আখাঙ্খা...।

**KCSJ**

কলকাতা কালচারাল সোসাইটি আমাদের বাঙ্গালিদের গর্ব । এর সৎচিন্তাধারা, এবং বন্ধুসুলভ আচরণই এর সাফল্যের কারন। আমি নিজে এর একজন সদস্য হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

**সুরজিত বিশ্বাস**

Ast. Sports Secretary

## ভারতবর্ষ

হরিপদ বিশ্বাস

বাংলা আমার মাতৃ ভাষা ভারত আমার দেশ,
ধন্য আমি জন্মে হেতা হেতাই হব শেষ।
ভারত তুমি বিশ্বসেরা হৃদয় তব রত্ন ভরা,
শৌর্য বীর্য গ্যান বুদ্ধি সবেতে তুমি সেরা।
মস্তকে তব রুপলি মুকুট মস্ত হিমালয়,
চরন তলে প্রসান্ত সাগর রয়েছে লুটায়।
বক্ষে আছে সিন্ধু সম স্নেহ ভালোবাশা,
হিন্দু মুষা খ্রিস্ট বুদ্ধ একসাথে বেধেছে বাসা।

---

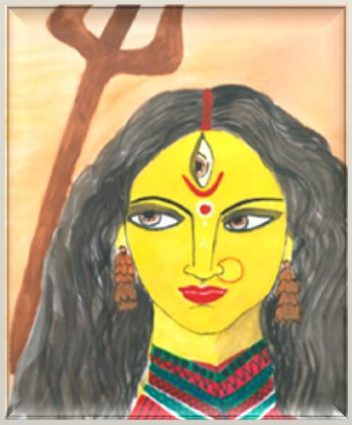

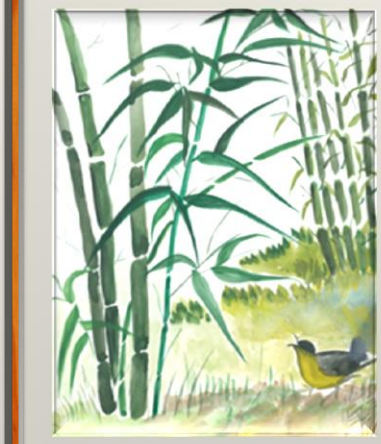

## Mousumi Biswas

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতো ঋড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দয়েলপাখি

## Autumn Moon

**Haruka Hiromitsu**

**This is a drawing of Haruka Hiromitsu, 4 years old. titile of the drawing「お月見　Otsukimi　（Autumn Moon）」**

**Moon, In Japan, we have a custom of enjoying a view of full moon of Autumn. We offer rice cake, Japanese pampas grass (susuki) , vegetables, fruits and sake (Japanese alcohol made of rice). In this drawing you will see a moon, star, rice cake, fruits and herself accompanied by a raccoon dog (たぬき) made of origami.**

# Our Well-wishers

Embassy of India
Tokyo, Japan

एयर इंडिया
AIR INDIA

日本ヴェーダーンタ協会
(ラーマクリシュナ・ミッション日本支部)
Vedanta Society of Japan
(A Branch of the Ramakrishna Mission)

ISKCON

公益財団法人 日印協会
THE JAPAN-INDIA ASSOCIATION
Public Interest Incorporated Foundation

インド通信 インド文化交流センター
Since 1978

日印文化交流
India-Japan Cultural Exchange

ミティラー美術館
MITHILA MUSEUM

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India
Relationship beyond banking.

State Bank of India Japan
With you - all the way

METIS Consulting Services Inc
Global partner in your business
TEL: 03-3676-4006 , 090-1836-4159
http://www.metis-japan.com
Email: jjahir@metis-japan.com

# Happy Durga Puja to all of you.

# BENGAL Samurai

Cricket team in Japan (KCSJ)

http://kcs-japan.com/sports/cricket

cricket@kcs-japan.com

KCSJ have a strong cricket team named Bengal Samurai.

Recent success:

KCSJ India Vs Warabi Warror Bangladesh Cricket Match was held on 23rd June 2013 at Warabi. KCSJ India had a comfortable win over Warabi Bangladesh in a 20 over limited match. KCSJ India bated first and made 101 runs all out in 20 overs. Bangladesh finished 20 overs with 91 runs for the fall of 9 wickets. The match was graced by the Ambassador of Bangladesh in Japan.

Bengal Samurai

# Some group photos

Camp and barbecue in Chichibu

Barbecue in Tochigi

Independence day celebration 2013

## NEW MARRIED COUPLE 2013

*Wish both of you a Happy marriage life*

## NEW BORN 2013

*Wish all of you a bright future*

Congratulations
Proud parents
Tanmoy
&
Priyanka
13/01/2013

**RISHI MAJUMDER**

Congratulations
Proud parents
Suhash
&
Moonmoon
22/03/2013

**SOUMARYO GHOSH**

Congratulations
Proud parents
Pranab
&
Krishna
03/06/2013

**PIU BISWAS**

Congratulations
Proud parents
Dipankar
&
Munmun
18/07/2013

**DEBRAJ BISWAS**

Congratulations
Proud parents
Avijit
&
Dipika
30/08/2013

**ADITI BISWAS**

Congratulations
Proud parents
Shantonu
&
Ms. Bhoumik
15/01/2013

**SOMUDRO BHOUMIK**

## Air India to India from Narita

B-777 to operate from Narita to Delhi NONSTOP
3 flights weekly with FIRST and EXECUTIVE Class
Good Connection to All Domestic Indian Stations

एअर इंडिया AIR INDIA

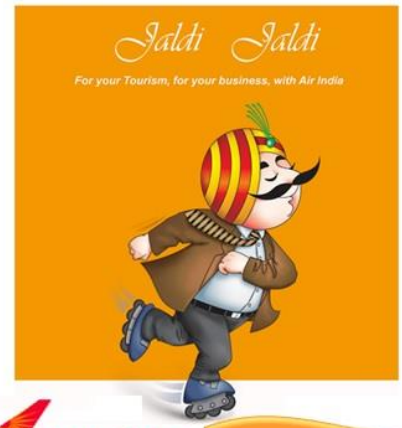


東京(Tokyo):
予約(Reservation):
TEL:03-3508-0261
FAX:03-3508-0265
貨物(Cargo):
TEL:0476-34-8262
FAX:0476-34-8284

成田空港(Narita Airport):
TEL:0476-34-8261
FAX:0476-34-8284

एअर इंडिया AIR INDIA

Homepage:
http://www.airindia.in (English)
http://www.airindia-jp.com (Japanese)

## Best Wishes For KCSJ's Durga Puja 2013

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

*Relationship beyond banking.*

CELEBRATING 60 YEARS IN JAPAN Bank of India

http://www.boijapan.com

Postal Address:
Tokyo Branch
Bank of India,
Marunouchi Nakadori Building,
2-3 Marunouchi 2chome, Chiyoda Ku,
Tokyo 100-0005 Japan

Contact:
Phone: (03) 3212-0911
Fax: (03) 3214-8667, 3212-3461
SWIFT: BKIDJPJT
E-mail: boitok@gol.com

Online Banking Facilities

# PADMA halal food

## প্রবাসের সেবায় আমাদের দীর্ঘনের অভিজ্ঞতা

পদ্মা হালাল ফুড

১০০% হালাল, ফ্রেশ, সস্তা,কয়ালিটি সম্পন্ন
সারা জাপানে তাক্কিউবিন সুবিধা

**President: Badal Chaklader**
E-Mail: badal@Padma-tr.com

# PADMA Co., LTD

**Shop:**
**2-29-2 Higashi-Kanamachi**
**Katsushika-ku, Tokyo.**
**Tel: 048-950-5050**
**03-5699-1796**

حلال
HALAL

PADMA

## PADMA CO., LTD

**Shop :**
2-29-2 Higashi Kanamachi
Katsushikaku, Tokyo
Tel : 03-5699-1795
03-5699-1796

**Office :**
Waseda 8-30-4
Misato City, Saitama
Tel: 048-950-5050
Fax: 048-950-5057

E-mail: badal@padma-tr.com

KOLKATA CULTURAL SOCIETY JAPAN কলকাতা কালচারাল সোসাইটি জাপাণ (KCSJ)

KOLKATA CULTURAL SOCIETY JAPAN কলকাতা কালচারাল সোসাইটি জাপাণ（KCSJ）

# SKY International Co Ltd.

コシヒカリ
KOSHI HIKARI
30KG ¥9,000

Chicken 1Kg ¥400

Chicken 1200gm ¥450

HALAL

Mutton with bone (soft) ¥900

Mutton boneless ¥1200

SKY INTERNATIONAL CO. LTD.
Akabane, Fuji BLDG, 2F
Akabane 2-20-3, Kita-ku
Post : 115-0045, Tokyo, Japan
Tel : 03-5249-5239, Mobile: 090-5527-3590
Fax: 03-5249-5238

RICE (koshi hikari) 30kg ¥9000

Chicken 800gm 3pcs ¥1000

www.skyhalalfood.com

Phone: 03 5249 5239 / 08047333590

---

# Welcome to Indo Bazaar

A Complete Shopping Center

Cash On Delivery!

インドバザール

Free delivery on orders over ¥8,000

Indo Bazaar offeres Indian groceries and spices,rices,atta, beans, and so on.

Indo Bazaar
5-20-6. Kamata, Ota-ku, Tokyo Japan
TEL:03-5744-7834
FAX:03-5744-7835
E-Mail:mail@indobazaar.com
http://www. http://indobazaar.com

Foods & Spices for every type of Indian Cooking.

KYODAI Remittance®

SEND MONEY WITH KYODAI

# Happy Durga Puja

## Send Money to INDIA AND OVERSEAS

~~¥2,000~~ (Remittance fee)

**PROMOTION! FOR ANY AMOUNT!**

**¥1,500** (Remittance fee)

**FAST, RELIABLE& SECURE**

- ✓ Reasonable Service Charge & Good Rates
- ✓ Cash payment & Account deposit available!

**Kyodai Card** ব্যাবহার করে আপনি জাপান পোস্ট ব্যাংকএর ২৬,০০০ **ATM** বুথ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে **INDIA**তে আপনার আত্মীয়-সজনকে টাকা পাঠাতে পারেন।।

Cash pickup by MoneyGram. money transfer | Bank deposit by IMB International Money Express Fast, Reliable and Secure

ATM JP BANK

KYODAI Remittance®

**UNIDOS Co.Ltd.**
Registration Number of Fund Transfer Agent:
HEAD OF KANTO REGIONAL FINANCE BUREAU 00004

www.kyodairemittance.com

www.facebook.com/kyodai.remittance

**INDIA CALL CENTER: 03-6869-6070** (10:00 am to 6:30 pm)
**SoftBank No.: 080-4135-6250 / 090-6547-1492** (Hirak)
FAX:03-6908-7891 e-mail: india@kyodai.co.jp

**KYODAI GOTANDA** 〒141-0022 Tokyo-to, Shinagawa-Ku, Higashi Gotanda 1-13-12, COI Gotanda Bldg. 6F.

**KYODAI SHINJUKU** 〒169-0073. Tokyo-to Shinjuku-ku, Hyakunin-cho 2-4-8 Stairs Bldg. 2F.

- KANAGAWA KEN : Yamato • AICHI: Nagoya
- FUKUOKA KEN:Hakata • GUNMA KEN : Isesaki、Ota, Oizumi
- TOCHIGI KEN : Oyama

IMB International Money Express Fast, Reliable and Secure
MoneyGram. money transfer

☎ **03-6869-6003** (English) ☎ **03-3280-1029** (日本語)